হয়—এই অংশে "মন্" সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ ঘটে—এই অংশে "ত্র", সমষ্টিতে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের আমন্ত্রণ যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র।"

অবিশ্বাসীর কথা স্বতন্ত্র। এখন শাস্ত্রের আজ্ঞায় যাঁহার বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার বন্ধন-পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের আমন্ত্রণ এই তিনটি অলৌকিক দায়িত্ব যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, তাহাই মন্ত্র। সাধন ভজন করিতে সকলেরই সাধ হয়, কিন্তু সে কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতে হাতে পাইব কি না? এ কথার উত্তর কে দিবে? এই সঙ্কটময় সমস্যার প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া এক মাত্র মন্ত্র ভিন্ন কাহার সাধ্য এ জগতে সদম্ভে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে "জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" কাহার সাধ্য বলিতে পারে—যদি সিদ্ধি না হয়, তবে তাহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম, ত্রিভুবনে কাহার এমন অধিপত্য যে এক দিকে সেই অবাঙ্মনসগোচরা দুরারাধ্যা সাধ্য দেবতা, অন্যদিকে মায়ামোহসমাচ্ছন্ন জীবসাধক, এই উভয়ের মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে—সাধক! ভয় নাই, আমি তোমার প্রতিভূ রহিলাম, সেই সিদ্ধিদাতা দায় পরিশোধকর্ত্তা প্রতিভূ এক মাত্র মন্ত্র। কি জানি মন্ত্রের কেমন দুরন্ত আকর্ষিণী শক্তি, যাহার আকর্ষণে নিত্যসিদ্ধ অপারস্থির গম্ভীর পরম দেবতাকেও অতিচঞ্চল করিয়া তুলে, প্রকৃতির চির প্রবহমান প্রক্রিয়ারাশিকেও স্তম্ভিত করিয়া নিজ প্রচণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে, সাধকের প্রকৃতিসিদ্ধ জীবত্ব বিদূরিত করিয়া শিবত্ব সঞ্চারিত করে, অনায়াসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তাঁহার নয়নগোচরে নৃত্য করিতে থাকে। মন্ত্রসিদ্ধি বলে যখন সাধকের ত্রিলোকদৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, তখন আর অলৌকিক বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, মহামায়ার অনুগ্রহে যখন তাঁহার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার তত্ত্বকবাট উদ্ঘাটিত হয়, তখন আর কার্য্য কারণ প্রক্রিয়া মধ্যে সাধকের পক্ষে কিছুই

দুর্ঘট নহে, এই জন্য মন্ত্র বলিতে ভাষা বলিয়া অনুমান করা, মূর্খতার পরিণাম মাত্র। বিশেষতঃ বীজমন্ত্রাদি ভাষা হওয়াও অসম্ভব, কারণ লৌকিক ব্যবহার অনুসারে সে সকল মন্ত্রাদির কোন অর্থই আদৌ হয় না—যে অর্থ তাহাতে আছে, সে কেবল সেই পরমার্থস্বরূপিণী দেবতার স্বরূপ বই আর কিছু নহে, ভাষাও নহে, বাক্যও নহে, বর্ণও নহে, অক্ষরও নহে, তুমি আমি যাহা কিছু লিখি বা পড়ি, তাহার কিছুই নহে, অথচ যাহা বলি এবং শুনি তাহারই অন্তশ্চারিণী নিখিল বর্ণ নিনাদিনী ধ্বনিরূপিণী নিত্য সিদ্ধ প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই সাক্ষাদ্দেবতাকে অক্ষর বলিয়া মনে করাও মহাপাপ, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

গুরৌ মানুষ বুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাং।
প্রতিমায়াং শিলাবোধং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরুদেবে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষর ভাবনা এবং দেবপ্রতিমায় যাহার শিলাবুদ্ধি, তাহার নরক অব্যাহত এ স্থলে অক্ষর তত্ত্বটি একটু বিশদ রূপে বুঝিবার প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ লিপি বিন্যাসকে এবং উচ্চারিত বর্ণকে অক্ষর বলিয়া মনে করি—সহজ কথায় বর্ণের নাম অক্ষর, কিন্তু " উচ্চরিত প্রধ্বংসিনো হি বর্ণা ন তৃতীয়ক্ষণমপেক্ষন্তে " বর্ণ সকল উচ্চারণমাত্রেই ধ্বংশশীল, তাহারা কখনও তৃতীয় ক্ষণের অপেক্ষা করে না—এই দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পদ, বাক্য বা ভাষা বলিতে বর্ণ সমষ্টির একত্র অবস্থানও অসম্ভব। যেমন " কলস " শব্দটি উচ্চারণ করিতে হইলে ক উচ্চারণের পরে ল উচ্চারণ করিতে গেলেই ক তখন আর নাই, আবার ল উচ্চারণের পর স উচ্চারণ করিতে গেলেই ল তখন আর নাই, সুতরাং ক ল এবং স বর্ণের উচ্চারণ হইলেও কলস এই শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব। বস্তুতঃ ও বর্ণেরই উচ্চারণ হয় শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব—তবে ঈশ্বরেচ্ছাগ্রন্থিতে যে সকল বর্ণ শব্দরূপে পরস্পর

গ্রথিত, তাহাদেরই যথাক্রমে অব্যবহিত পরে পরে শাস্ত্রানুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে এই পর্য্যন্তই শব্দের শব্দত্ব এবং শাস্ত্রের আজ্ঞা, তাই কথিত হইয়াছে—"যাবন্তো যাদৃশা যেচ যদর্থপ্রতিপাদনে বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা স্তে তথৈবার্থবোধকাঃ" বর্ণ যত গুলি, যেমন গুলি, এবং যে গুলি, যে অর্থ প্রতিপাদনে ঈশ্বরেচ্ছানিয়োজিত এবং সামর্থ্যশালী, তাহারা সেই রূপেই পরতঃ পর উচ্চারিত হইয়া সেই সেই অর্থের বোধক হইবে। আদি ভাষার বিবরণে সত্যতত্ত্ব এই যে, মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাবের পর জীব জগতের শব্দসমষ্টিময়ী ভাষার সৃষ্টি সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে অমুক বর্ণ সকল একত্র সমবেত হইলে শব্দরূপ অমুক অর্থের বোধক হইবে—ইহা অনাদি সিদ্ধি, যুক্তি তর্ক বিচার বলে কাহারও সাধ্য নাই যে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্বময় ভাষা বিপ্লব ঘটাইতে পারে—এই সনাতনী সিদ্ধি চিরকাল সমান ভাব আছে বলিয়াই জগৎ রক্ষিত হইতেছে, এই জন্যই শব্দশাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ইদমন্ধতমং কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।"

এই সমস্ত ত্রিভুবন রাজ্য অন্ধতম হইয়া যাইত, যদি শব্দ-নামক জ্যোতিঃ সমগ্র সংসার ব্যাপিয়া দেদীপ্যমান না থাকিত, এ শব্দ, শাস্ত্রানুগত বৈদিকভাষার, অন্যান্য ভাষার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ সে সমস্তই মহাপ্রকৃতি বৈদিকভাষার বিকৃতি বা আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যাহা হউক আদি ভাষা লইয়াই আমাদের কথা, তাহাতেও দুইটি বর্ণ একদা উচ্চারিত হইবার নহে, এখন প্রথম ক্ষণে যাহার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয়ক্ষণে নাশ, উচ্চারণের পরে আর যাহাকে পাইবার উপায় নাই তাহাকে অক্ষর বলিয়া স্বীকার করি কিরূপে? কিন্তু তথাপি অক্ষরের নাম অ-ক্ষর, অর্থাৎ কোন কালে যাহার ক্ষরণ [বিনাশ] নাই—অনাদি অনন্ত নিত্য সিদ্ধ সনাতন

পদার্থ—তবেই বুঝিতে হইতেছে যে, চিরকালই অক্ষর লিখিয়া পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু অক্ষর কাহাকে বলে তাহা আজও জানি না, ইহাই দুঃখ। ভগবান্ বলিয়াছেন—"শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনূ" শব্দ যাঁহার নিত্যদেহ, সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্ ভিন্ন কাহার সাধ্য শব্দতত্ত্ব প্রকাশ করিবে? যোগীনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে কল্পান্ত প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি প্রারম্ভে পরব্রহ্ম-দম্পতির কৌতুকময় লীলা বিস্তার প্রসঙ্গে শিবাংশ সম্ভূত ঘোর নামক দৈত্যের নিধন সাধন জন্য অনাদিনিধনা মহাকাল-মনোমোহিনী যখন রণোন্মাদিনী সাজিয়া মহাকালবক্ষঃস্থলে দাঁড়াইলেন, জগদম্বার সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির রশ্মিবৃন্দ সমুদ্ভূত অনন্ত কোটি যোগিনী-মণ্ডল যখন তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া ভৈরবানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডময় রণপ্রাঙ্গন প্রতি ধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মময়ী রণরঙ্গিনীর রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, আর সেই তালে তালে তাল দিয়া কালবিজয়বৈজয়ন্তী মা যখন অশ্রান্ত নৃত্যভরে দ্বিতীয় প্রলয়কালের অবতারণা করিলেন, সেই সময়ে স্বয়ং মহাকাল বলিতেছেন—

> তদ্ দৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং ভয়বিহ্বলমানসঃ।
> অহং জগাম সহসা তত্র কান্তার মুত্তমং॥
> সুষুম্না বর্ত্মণা দেবি! তত্র গত্বা ময়া কিল।
> সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদ্ যৎ কথিতুং নৈব শক্যতে॥
> সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বচিৎ।
> অতীব বৃহদাকারা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটি কোটিশঃ॥
> চরন্তি সর্ব্বদা দেবি কঃ সংখ্যাতুং ক্ষমো ভবেৎ।
> কোটি কোটি মুখা দেবি কোটি কোটি ভুজা তথা॥
> এবঞ্চ বিবিধাকারা ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদয়ঃ।
> মহদৈশ্বর্য্য সম্পন্নাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ॥

সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ! দৃষ্ট্বা কুশলমানসঃ।
সর্ব্বং মে বিস্মৃতং জাতং কোহং চিন্তাপরায়ণঃ ॥
অহং কঃ কুত আয়াতঃ কো ন পৃচ্ছতি কুত্রচিৎ।
এবং নানাবিধং দেবি ! ভুবনে বিস্মৃতং সদা ॥
নানাস্থান সম্ভ্রমঞ্চ স্মর্য্যঞ্চ নাস্তি মে কদা।
ততশ্চ কোটি বর্ষান্তে প্রাপ্তং তে হৃদয়াম্বুজং ॥
তত্র গত্বা ময়া সর্ব্বং দৃষ্টমাশ্চর্য্যসুন্দরং।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি ! কথিতুং নৈব শক্যতে ॥
যদ্ ধর্ম্মার্থোদয়ং শাস্ত্রং কারণং সুখমোক্ষয়োঃ।
পরমাত্মাগমো বেদা জীবো দর্শনমিন্দ্রিয়ঃ ॥
দেহঃ পুরাণমঙ্গানি স্মৃতয়ো যানি যানি চ।
তত্রৈব সর্ব্বশাস্ত্রানি লোমাদীনি বরাননে ॥
জীবাত্মনো যথা ভেদ স্তথা বেদাগমেষ্বপি ॥ ৬ ॥
পত্রাগ্রে পত্র মধ্যে চ পত্রান্তে হৃদয়াম্বুজে।
দৃষ্টা বর্ণাবলী যাতু তীব্রতেজোময়ী শুভা ॥
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্ত শ্ছন্দ এব বা।
অন্যানি সর্ব্বশাস্ত্রানি ক্ষুদ্রাণি যানি কানিচ ॥ ৭ ॥

* * * * *

ততো ময়া গতং দেবি কর্ণিকাস্তর্মহোজ্জ্বলং।
কোটি কোটি দিবানাথ নিশানাথ সমুজ্জ্বলং ॥
কোটি কোটি মহাবহ্নি তেজো মণ্ডলমণ্ডিতং।
তন্মধ্যে তু ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জং মহোজ্জ্বলং ॥
সূর্য্য কোটি সমাভাসং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
বহ্নি কোটি মহোজ্বালং পরং ব্রহ্মময়ং ধ্রুবং ॥ ৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি ! সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সদা।
সর্ব্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ॥ ৯ ॥

সর্ব্বপুণ্যময়ং দেবি ! সর্ব্বধর্ম্মময়ং তথা ।
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং তথা ॥ ১০ ॥
প্রমাণং সর্ব্বশাস্ত্রানাং বেদাদীনাং মহেশ্বরি ।
প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং স্থিতং ॥ ১১ ॥
সর্ব্বমায়াবহিভূর্তং সর্ব্বমায়ানিকৃন্তনং ।
সর্ব্বানন্দময়ং দেবি ! ব্রহ্মানন্দময়ং সদা ॥
পূর্ণানন্দময়ং দেবি ! ব্রহ্ম নির্ব্বাণমুত্তমং ॥ ১২ ॥
সর্ব্বমায়াময়ং দেবি সর্ব্ববিদ্যাময়ং পুনঃ ।
সর্ব্বতপোময়ং দেবি সর্ব্বসিদ্ধিময়ং তথা ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমুক্তিময়ং দেবি সর্ব্ববেদময়ং তথা ।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ং দেবি সর্ব্বভোগময়ং তথা ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বলোকময়ং দেবি সর্ব্বযোগময়ং তথা ।
দৃষ্ট্বাগমমহং তত্র মগ্নো জ্ঞানাব্ধিসাগরে ॥
গতশর্ব্বর্য্যথোহদ্রাক্ষং যথা সূর্য্যোদয়োজ্জ্বলং ।
অভ্যস্তং হি ময়া সর্ব্বং মহাকালী প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥

জগদম্বার সেই আশ্চর্য্যচিত্র তাণ্ডবনৃত্য ব্যাপার সন্দর্শনে ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়নের অন্য কোন পথ না পাইয়া আমি তখন সেই বিরাট রূপিণীর দেহমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুষুম্নাপথে ধাবিত হইলাম এবং ব্রহ্মময়ীর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ ব্রহ্মদেহে যাহা দর্শন এবং শ্রবণ করিলাম সে সমস্তই অতি আশ্চর্য্যময়, দেবি ! সেরূপ আর কখন কিছু দর্শনও করি নাই, শ্রবণও করি নাই । ১ । অতীব বৃহদাকার কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা তাঁহার দেহ মধ্যে বিচরণ করিতেছে, দেবি ! কাহার সাধ্য, তাহার সংখ্যা করিতে সক্ষম হইবে । ২ । চতুরানন পঞ্চানন সহস্রানন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কথা দূরে থাক্, কত কোটি কোটি মুখবিশিষ্ট কত কোটি কোটি ভুজবিশিষ্ট বিবিধ-মূর্ত্তিধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তথাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন,

তাঁহারা সকলেই এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা এবং সকলেই মহদৈশ্বর্য্য সম্পন্ন। ৩। দেবি! এই সকল আশ্চর্য্যময় ব্যাপারদর্শনে আমার হৃদয় অভিভূত এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইল, অধিক কি, আমি তৎকালে আত্মবিস্মৃত হইয়া "আমি কে?" এই চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। দেবাধিদেবগণ সকলেই তথাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কিন্তু আমি যেন কাহারও দৃক্‌পাতের লক্ষ্য হইলাম না "কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, কোথাও কেহ আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ৪। দেবি! দেবীর সেই দেহভুবনে আমি এইরূপে নানা প্রকারে বিস্মৃতি লাভ করিতে লাগিলাম, নানা স্থানে সম্ভ্রম উপস্থিত হইতে লাগিল—তন্মধ্যে কখনও কোন বিষয় স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—তৎপর এই রূপে কোটি বর্ষ কাল ভ্রমণ করিয়া দেবীর নাভিমণ্ডল হইতে আমি তোমার হৃদয়াম্বুজ প্রাপ্ত হইলাম, সে স্থানে গিয়া যে সকল আশ্চর্য্য এবং সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিলাম, পরমেশ্বরি! সে সকল বিষয় বলিতে এক্ষণে আমি অসমর্থ। ৫। জীবের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের কারণ স্বরূপ শাস্ত্রতত্ত্ব আমি তথাতে দর্শন করিলাম। মন্ত্রময় তন্ত্র সেই শাস্ত্রমূর্ত্তির পরমাত্মা, বেদ সকল তাহার জীবাত্মা, দর্শন শাস্ত্র সকল তাহার ইন্দ্রিয়, পুরাণ সমস্ত তাহার দেহ, স্মৃতি সমস্ত তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বরাননে! তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গে রোমরাজিবৎ বিরাজিত। ফলতঃ জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় যে ভেদ বেদে এবং তন্ত্রেও সেই ভেদ, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও তদ্রূপ বেদের অস্তিত্ব, জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎ শক্তি, শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি। জীবাত্মায় যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়া সকল নিত্য প্রবাহিত, বেদেও তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণভেদে অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় বিচার শক্তি সকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মনের

সর্ব্বশেষ পরিণাম যেমন পরমাত্মায় বিলয় এবং গুণময় প্রক্রিয়া শক্তি সমূহের নিঃশেষ বিলোপ, তদ্রূপ বেদেরও শেষ পরিণাম বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞানে তন্ত্রে বিলয় এবং গুণভেদে বিভিন্ন অধিকার সমূহের সমূল বিনাশ। ৬। দেবি! তৎপরে তোমার সেই হৃদয়াম্বুজের পত্রাগ্রে পত্র মধ্যে এবং পত্রপ্রান্তে ত্রৈলোক্যকল্যাণবিধায়িনী তীব্রতেজোময়ী যে বর্ণাবলী দর্শন করিলাম, তাহা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ এবং যে কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র। ৭। দেবি! অনন্তর তোমার সেই হৃদয়কমল-কর্ণিকার অভ্যন্তরে আমি, কোটি কোটি দিবানাথ এবং নিশানাথের ন্যায় উজ্জ্বলাদপি উজ্জ্বলতম কোটি কোটি মহাবহ্নির তেজো মণ্ডল মণ্ডিত শত শত বর্ণ পুঞ্জ দর্শন করিলাম, সেই তেজঃপুঞ্জ বর্ণাবলী কোটি সূর্য্যের সদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন অথচ কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল এবং কোটিবহ্নিমণ্ডলের ন্যায় মহোজ্জ্বল, পরব্রহ্মরূপ সত্যসনাতন। ৮। দেবি! সেই তেজোময় বর্ণপুঞ্জ সর্ব্ব-জ্ঞানময় সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বযজ্ঞময় সর্ব্বতীর্থময়, অর্থাৎ যে মন্ত্রাত্মক বর্ণের সাধনায় ব্রহ্মাণ্ডগত নিখিল বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে, অঘটন ঘটন-পটীয়সী মন্ত্রশক্তির মহাপ্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে লোক জগতের বিস্ময়কর আশ্চর্য্য ঘটনা সকল নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমূহেরও অসাধ্য ফল পরম দেবতার স্বরূপ দর্শন যাহার সাধনায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে, যে মহামন্ত্রের সাধনায় সমস্ত তীর্থ দর্শন স্পর্শনের ফল একদা লাভ হয়, অধিক কি, মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন স্পর্শন লাভ করিয়াই তীর্থ সকল স্বয়ং পবিত্র হইতে ইচ্ছা করেন, কেননা সাধকের দেহত প্রাকৃত ভৌতিক বিগ্রহ নহে, তাহা সেই সর্ব্বতীর্থের অধীশ্বরী পতিতোদ্ধারিণী ত্রৈলোক্যনিস্তারিণীর নিত্যনিকেতন।৯। দেবি! সেই বর্ণ সকল সর্ব্বপুণ্যময়, সর্ব্বধর্ম্মময়, সর্ব্বজ্ঞানময় এবং ব্রহ্মানন্দময়, অর্থাৎ যাঁহার আরাধনায় সকল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান একদা সম্পন্ন

হয়, সকল কর্ম্মের ফল রূপ সকল ধর্ম্ম এক উপায়ে সুসিদ্ধ হয়, সর্ব্বধর্ম্মের ফল সকল ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ফল স্বরূপ ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া যায়। ১০। মহেশ্বরি! সেই মন্ত্র সকল বেদ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ, সমস্ত জীবের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, পরম ব্রহ্মতেজঃ—স্বরূপ, এবং পরমকল্যাণ স্বরূপ অর্থাৎ পরোক্ষফল পারলৌকিক শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিতে অনেকেই সমর্থ, কিন্তু যাহার ফল ইহ জগতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে অপ্রমাণ বলিতে নাস্তিকেরও বদন অবনত হয়—এই স্বপ্রমাণ শাস্ত্র যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন—পরম্পরা রূপে তাহাও অবশ্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে—পরোক্ষ শাস্ত্র বলিয়া বেদের প্রতি আস্তিকেরও কদাচ সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষশাস্ত্র তন্ত্র যদি বেদ বা বেদাঙ্গ অন্যান্য শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে নাস্তিকেরও তাহাতে শিরশ্চালন করিবার সাধ্য নাই, কেননা তন্ত্র স্বপ্রমাণ। মন্ত্রময় বর্ণ সকল জীবের অস্তিত্বে প্রমাণ স্বরূপ ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। বর্ণের বিভাগ নির্দ্দেশকালে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধণ্য প্রভৃতি বিশেষণ ভেদে তাহার যে ব্যবহার হয়, তাহাও কেবল উচ্চারণ স্থান লইয়া—কিন্তু উৎপত্তিস্থান লইয়া নহে, যেমন কণ্ঠ হইতে যাহার উচ্চারণ হয়, তাহার নাম কণ্ঠ্য, তালু হইতে যাহার উচ্চারণ হয়, তাহার নাম তালব্য, ইত্যাদি। উচ্চারণের অর্থও এই যে উৎ—চারণ, অধোবিচরণ শীল বর্ণ সকলকে ঊর্দ্ধে বিচরণ করান, সেই ঊর্দ্ধে বিচরণ যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষরূপে বহিঃপ্রকাশ, তখন অধোবিচরণে যে অতীন্দ্রিয় রূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে অন্তঃ-প্রকাশ আছে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। সেই নিগূঢ় সত্য তত্ত্বই শাস্ত্রে পরিস্ফুটরূপে কথিত হইয়াছে—

প্রপঞ্চসারে—

অবৈশদ্যান্মুখস্রোতো মার্জ্জন্যাবিশদাক্ষরং।

অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা।
মূলাধারে বিঘ্ননাতি সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহুঃ॥

মুখস্থিত বাক্ প্রবাহ-পথের অপরিষ্কার হেতু শিশু যে সময়ে অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট ধ্বনি করে, মূলাধার কুহরনিবাসিনী কুলকুণ্ডলিনী তখন অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া বারম্বার সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন—তাঁহার সেই অব্যক্ত ধ্বনির প্রতিধ্বনিই শিশুর কণ্ঠকুহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে।

তত্ত্বোগসারে—

সোঽন্তরাত্মা তদা দেবি! নাদাত্মা নদতে স্বয়ং।
যথা সংস্থানভেদেন সম্ভূয় বর্ণতাং গতঃ।

দেবি! তৎকালে নাদময় অন্তরাত্মা (কুলকুণ্ডলিনী) স্বয়ং নাদ করিতে থাকেন, তাঁহার সেই নাদ সমূহই সম্মিলিত হইয়া পরে বর্ণ রূপে প্রতিভাত হয়।

সারদাতিলকে—

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতং।
তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলী রূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং।
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্য পদ্যাদি ভেদতঃ॥

শব্দ ব্রহ্ম, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে অবস্থিত ইহাই আমার মত, সেই চৈতন্যময় শব্দব্রহ্মই কুণ্ডলিনীরূপ অবলম্বনে প্রাণিগণের দেহ মধ্যগত হইয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতি বিশেষ২ স্থানে বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া গদ্য পদ্যাদিভেদে বর্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েন।

বিশ্বসারতন্ত্রে।

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বয়ং সদাশিব তাঁহাকেই শব্দব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, অনাহত চক্রে সেই শব্দ অধিষ্ঠিত।

অপিচ তত্রৈব দ্বিতীয় পটলে—

পরানন্দময়ং ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম বিভূষিতং।

আত্মনো দেহমধ্যেতু সর্ব্বমন্ত্রাত্মকং প্রিয়ে॥

জীবের আত্মদেহমধ্যেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মবিভূষিত এবং সর্ব্বমন্ত্রাত্মক স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

মন্ত্র সকল শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীরই স্বরূপ-বিভূতি, সুতরাং কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে তাহার উচ্চারণ (বহিঃ প্রকাশ) হয় বলিয়াই শব্দ বা মন্ত্র কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা নহে। ব্রহ্মরূপ শব্দের বস্তুতঃ উৎপত্তি না থাকিলেও মূলাধারই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব, যাহা হউক আমরা যাঁহাকে শব্দ বা বর্ণ বলিয়া বুঝি, তিনিই স্বয়ং জীবের সঞ্জীবনী শক্তি সুতরাং সেই শক্তিময় মন্ত্র সকল যে জীবের অস্তিত্বে নিত্য প্রমাণ স্বরূপ ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইহার পরেই বলিয়াছেন— "ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং" মন্ত্র সকল পরব্রহ্মতেজঃ স্বরূপ। দার্শনিক মতে সমস্ত স্থানেই শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—এ জন্য অনেকের সংস্কার যে, শব্দ আকাশ হইতে উৎপন্ন, ইহা কেবল ফল-দর্শন, কিন্তু মূলদর্শী তন্ত্রমতে উহা অতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বভেদী প্রত্যক্ষপক্ষপাতী তন্ত্রের মতে শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের জনক ভিন্ন কাহারও জন্য নহে। আকাশ হইতে শব্দের যে উদ্গম হয় তাহা বহিঃপ্রকাশ মাত্র, বস্তুতঃ শব্দ নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ।

কামাধেনুতন্ত্রে—

অকারাদি ক্ষকারান্তা মাতৃকা বীজরূপিণী।

বিসর্গশ্চৈব বিন্দুশ্চ দ্বিসন্ধি ব্রহ্মবিগ্রহা।

বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।

রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি! জগৎসংহারকারকঃ॥

অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশবর্ণময়ী মাতৃকা শক্তিই এই নিখিল

চরাচরের বীজরূপিণী, তন্মধ্যে আবার বিসর্গ শক্তি বিন্দু পুরুষ এবং উভয়ের সংযোগে প্রকৃতি পুরুষাত্মক অজপা মন্ত্রে অভিন্ন পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, দেবি! মন্ত্রময় বর্ণ হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং জগৎ-সংহার কারক রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন।

অপিচ—

অকারাদি ক্ষকারান্তা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্মা সৃয়তে ধ্রুবং॥

অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী পরমা কুলকুণ্ডলিনী স্বয়ং এই চরাচরবিশ্ব প্রসব করিয়াছেন ইহাই ধ্রুব সত্য।

মাতৃকোদয়ে—

বেদানামীশ্বরঃ কর্ত্তা পুরাণানাং মহর্ষয়ঃ।
যন্নাস্যাঃ শ্রূয়তে কর্ত্তা স্বয়ম্ভূ মাতৃকা ততঃ।

বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর, পুরাণের কর্ত্তা মহর্ষিগণ, কিন্তু ইহাঁর কেহ কর্ত্তা আছেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে অশ্রুত বার্ত্তা, অতএব বর্ণরূপিণী মাতৃকা দেবী কাহারও সৃষ্ট নহেন, স্বয়ম্ভূ। [এই জন্য বর্ণময়ী মন্ত্রদেবতা কুলকুণ্ডলিনীর নামান্তর "মাতৃকা" অর্থাৎ তিনি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী, তাঁহার জনক জননী অসম্ভব তাই তাঁহার নাম কেবল "মাতৃকা" তিনি সকলেরই মা ভিন্ন কাহারও সন্তান নহেন] বায়ব ঘাত প্রতিঘাতে আকাশ মণ্ডলে যেমন শব্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, জীবের দেহ মধ্যস্থ আকাশেও তদ্রূপ প্রাণবায়ুর ঘাত প্রতি-ঘাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবেশে ও নির্গমে শব্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। আকাশে শব্দের কোনরূপ উৎপত্তি প্রক্রিয়ার প্রকাশ নাই কেবল অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। যদি মূলতঃ নিত্য এবং স্বতন্ত্ররূপে আকাশে শব্দ সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে এ স্থূলরূপের অভিব্যক্তি অসম্ভব, ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই ধারণা করিতে পারেন, তবে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভাষাপরিচ্ছেদ মাত্র পড়িয়াই

চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ফুৎকারে উড়াইতে চাহেন, তাঁহারা "আকাশে শব্দ আসিল কোথা হইতে" এত দূরাদপি দূরতর চিন্তা অপেক্ষা এ স্থানে নাস্তিকতাই পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—স্বভাবের উপর আর কোন আপত্তি নাই,সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত। স্বভাবের উপরে এই রূপ অচলা ভক্তি রাখিয়া যাঁহারা আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতে পারেন, তাঁহাদের কথায় কিন্তু আমাদের ভক্তি হয় না, কারণস্বরূপে স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থকে বস্তুতঃ আমরা অভাব বলিয়া মনে করি, যাহার যাহা আছে, তাহার তাহা থাকার নাম স্বভাব, তবে আর স্বভাবে উৎপত্তি হয় বলিলে "কেন হইল" এ কথার উত্তর কি হয়? স্বভাবে হয়, অর্থাৎ হয় বলিয়াই হয়, ইহার নাম তত্ত্বের অনুসন্ধান নহে, মূর্খতার গম্ভীরস্থায়িত্ব। ফলতঃ তত্ত্বলালসায় চিত্ত যাঁহাদিগের চঞ্চল হইয়াছে, শাস্ত্র তাঁহাদিগেরই জন্য। আকাশে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, ইহাকে যাঁহারা মূল না বুঝিয়া ফল বলিয়া বুঝিয়াছেন—"আকাশের গুণ শব্দ" ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগের শান্তি সন্তোষের সম্ভাবনা বিরল, তাঁহারা তাহাই জানিতে চাহেন, যাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও সার সত্য, কিন্তু সে নিগূঢ় তত্ত্বদ্বার উদ্ঘাটিত করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে—অথচ সে তত্ত্বের অভিজ্ঞানের অভাবজন্য যাতনাও অসহ্য, তাই করুণাকল্পতরু সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ করুণাময়ীর সচ্চিদানন্দ তরঙ্গময় নিত্যদেহে যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই তন্ত্রে ত্রৈলোক্যকল্যাণ বিধান জন্য প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন দেবীর নিত্যদেহে বর্ণরূপে মন্ত্র সকলও নিত্য, ব্রহ্মরূপ তেজঃপুঞ্জ এবং তাঁহারই স্বরূপ। ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপ মন্ত্র সকল তাঁহারই দেহক্ষেত্রে নিত্য বিরাজিত, তাহারই নাম জগতে বীজমন্ত্র, এ মন্ত্র মন্ত্রের বীজ, যন্ত্রের বীজ, তন্ত্রের বীজ, দেবতার বীজ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বীজ, জীবের জীবন ধারণের বীজ, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের

সিদ্ধি ও সাধনার বীজ, আকাশে যে শব্দের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহারও পূর্ব্বাতি পূর্ব্বকালীন চিরন্তন নিত্য বীজ। সংসারসাগরের পারান্তরে, ব্রহ্মাণ্ড কটাহের বহিঃ প্রদেশে, সুরাসুরকিন্নরনর জীব জগতের মনো-বুদ্ধির অগোচরে, চরাচর গুরুর ত্রিলোচনগোচরে সেই অবাঙ্মানস-গোচরা ব্রহ্মময়ীর কলেবরে যদি এই শব্দব্রহ্ম মণি মাণিক্য মন্ত্ররূপে নিত্য দেদীপ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে কি আজ্ অবকাশমাত্র-সম্বল আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শব্দের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় উৎস দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িত? তুমি আমি আজ্ বৃত্তি ভাষ্য টীকা যাহা পড়িয়াই কেন পণ্ডিত না হই, ফলতঃ শব্দের যাহা সূক্ষ্ম সূত্র, তাহা সেই অতলস্পর্শ অনন্ত গম্ভীর তত্ত্ব-সাগরের গম্ভীর গর্ভেই নিত্য নিগূঢ়, কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতে পারে, তবে যাঁহার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধন সম্পত্তি ফলোন্মুখ হয় তিনিই সে ফলের অমৃত রস আস্বাদনে চরিতার্থ হইয়া—মন্ত্রের সেই জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম-অস্তিত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করেন।

ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষর-মালায় যাহা অভিব্যক্ত, তাহারই নাম বর্ণ, আর যাহাতে অক্ষর মাত্রা অভিব্যক্ত হয় না, তাহারই নাম ধ্বনি। শব্দের এই দ্বিবিধ অবস্থার কারণ কেবল স্বরভেদ, শাব্দিক পণ্ডিতগণ স্বরের এই মাত্রা ভেদেই শব্দকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ ধ্বনি বা বর্ণভেদে স্বরূপতঃ শব্দের কোন ভেদ হয় না। মূলতঃ ধ্বনিই পদার্থ, শব্দ তাহার পরিণাম মাত্র. এই ধ্বনিই জীবের চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী শক্তির অসাধারণ সূক্ষ্ম স্বরূপ, ধ্বনিরূপেই জীবদেহে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব। এই স্থানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের একটু পরিস্ফুট অবতারণার আবশ্যক। আর্য্য-মতে বেদ অপৌরুষেয়, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদের স্মরণকর্ত্তা, কেহ কর্ত্তা

নহেন, শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারে স্বয়ং ভগবান্ মর্ত্ত্যলোকে তাহার প্রকাশ-কর্ত্তা মাত্র, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ। প্রকাশকা ভবন্ত্যেবং কৃষ্ণাদ্যা স্ত্রিদিবৌকসঃ। আবার ইতিঃ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—"বেদানামীশ্বরঃ কর্ত্তা" বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর, আবার ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—শব্দ ব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ' শব্দ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এ উভয়ই আমার নিত্যদেহ, এখন এই পরস্পর বিরোধী শাস্ত্রবাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য কি, তাহা একবার দেখিতে হইবে

বৈদিক হউক বা তান্ত্রিক হউক, মন্ত্র মাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ, মন্ত্রময় বেদ বা তন্ত্র, ব্রহ্মেরই স্বরূপ বিভূতি, সুতরাং পরব্রহ্ম মন্ত্ররূপে আবির্ভূত, ইহা বই ব্রহ্মকর্ত্তৃক মন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে ইহা বলিবার উপায় নাই, কারণ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও তিনি তাঁহার আত্মসৃষ্টির কর্ত্তা নহেন। তাঁহার সৃষ্টি অসম্ভব, কেননা তিনি অনাদি-সনাতনী—তবেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছানুসারে লোকলোচনগোচরে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব, প্রকাশ এবং অন্তর্দ্ধান ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। লোকরাজ্যে অধর্ম্মনিরাকরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপনে ভূভারহরণ জন্য ভগবান্ যেমন রামকৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ, ধর্ম্মরাজ্যেও তিনি তদ্রূপ যোগবিঘ্ন-নিরাকরণ পূর্ব্বক সমাধির অবলম্বনে বা তত্ত্বজ্ঞানে, অবিদ্যা-বন্ধনচ্ছেদন জন্য শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ। রামকৃষ্ণাদির মূল স্বরূপ যেমন বৈকুণ্ঠ বা গোলোকধামস্থিত চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দরাদি মূর্ত্তি, শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্রেরও তদ্রূপ মূল স্বরূপ, চিন্ময়ীর চিদ্ঘন শ্যামসুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতি লাবণ্য লহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র মূর্ত্তি। ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রারম্ভে সেই মন্ত্রময় জ্যোতিঃকলিকা বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দশ দলে চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহারই সচ্চিদানন্দ মকরন্দের সৌরভভরে ত্রিভুবন আমোদিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের পর কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভি-

কুহরনির্গত মৃণালনালে সহস্রদল কমলগর্ভে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যখন আবির্ভূত হয়েন, তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির প্রক্রিয়াচিন্তায় তিনি ব্রহ্মময়ীর ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইলে শব্দ ব্রহ্ম বেদ তাঁহার হৃদয়াকাশে স্বতএব আবির্ভূত এবং নিশ্বাস দ্বারে নির্গত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বভেদে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিচতুষ্টয় পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রহ্মা সেই মূর্ত্তিমতী শ্রুতির মুখে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন, অনেকেই এই ধ্রুব সত্য সৃষ্টিতত্ত্বকে পৌরাণিক "রহস্য রূপক আধ্যাত্মিক" ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত করিয়া ইঙ্গিতে উড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারেন না যে, এ তত্ত্ব যে দিন উড়িবে, সে দিন এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমি কোথায় উড়িয়া যাইব, তাহার সন্ধানও থাকিবে না। ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও আপনিই নারায়ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহে জননী সাজিয়া তাঁহারই নাভিকুহর-কমলকোষে স্বয়ং লীলাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদি জীব সাজিয়াছেন। নিজ আবির্ভাব সময়ে তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, সুরাসুর কিন্নর নর প্রমুখ জীব জগতের সৃষ্টি বিধানেও তাঁহার সেই প্রক্রিয়াই চির প্রবাহিত। নারায়ণ তাঁহার জননীস্থানীয়, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গর্ভভূত, মায়া সেই গর্ভের উল্বন [জরায়ু কোষ] কারণ সমুদ্র সেই জরায়ুর মধ্যবর্ত্তী জলরাশি, ভগবন্নাভি নির্গত মৃণাল মাতার নাড়ী স্থানীয়, সহস্র দল কমল সেই নাড়ীর অগ্রবর্ত্তি-কুসুম স্থানীয় এবং জগৎপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সন্তানরূপে সেই কমলে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী নারায়ণরূপা স্থিতিশক্তি পরে জগদ্ধাত্রী সাজিলেও প্রথমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ নিজকুক্ষিতে রক্ষা করিয়াই ব্রহ্মার জননী হইয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু যেমন চেতনা লাভ করিয়া জন্মান্তরীণ ঘটনা সমূহের অনুস্মরণ করিতে থাকে, ব্রহ্মাও তদ্রূপ ব্রহ্মময়ীর গর্ভ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চৈতন্যময়ী শক্তির আপ্লাবনে

অন্যান্য কল্প কল্পান্তের সৃষ্টি স্থিতি সংহারময় ঘটনারাশির অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন—শিশুর অন্তঃকরণে সে সময়ে যেমন জন্মান্তর স্মৃতি স্বত এব উদ্বুদ্ধ হয়, ব্রহ্মার অন্তঃকরণেও শ্রুতি তদ্রূপ স্বত এব আবির্ভূত হইলেন। জীবের অন্তঃকরণে স্মৃতি যেমন আত্মশক্তি, ব্রহ্মার অন্তঃকরণে শ্রুতি তদ্রূপ চিৎশক্তি, এই চিৎশক্তির নিগূঢ় অবস্থা ধ্বনিরূপা, তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ শব্দরূপ, শব্দের সেই অঙ্কুরোদ্গম ধ্বনিই জীবের সঞ্জীবনী।

প্রপঞ্চসারে—

ব্রহ্মাণ্ডং গ্রন্থমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং।
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে॥

এই বর্ণময়ী শক্তি কর্তৃক স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত এবং ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই বর্ণশক্তিরই নাম সকল নাদ প্রাণ জীব ঘোষ ইত্যাদিরূপে জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার বলিয়াছেন—

তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তোহৃদয়নাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতক ধ্বনিং॥

এই মহাশক্তিকেই যোগীন্দ্র পুরুষগণ হৃদয়চারিণী কুলকুণ্ডলিনী বলিয়া জানেন, তিনিই জীবের মূলাধার বিবরে নিরন্তর ভৃঙ্গীর সঙ্গীতবৎ অস্ফুট মধুর গুঞ্জন ধ্বনি করিয়া থাকেন। এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়াই ষট্চক্রকোষে কথিত হইয়াছে—

কূজন্তী কুলকুণ্ডলীচ মধুরং মত্তালিমালা স্ফুটং
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজ গহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী॥ ১॥
তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা
নিত্যানন্দপরম্পরাতি চপলা মালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে

সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া ॥ ২ ॥

সুকোমল কাব্যবন্ধ রচনার ভেদ এবং অতিভেদক্রমে প্রস্ফুট বচনরাজিকেও মধুমত্ত ভ্রমরমালার অস্ফুটগুঞ্জনবৎ যিনি ধ্বনিরূপে নিরন্তর মধুর কূজন করিতেছেন এবং সেই ধ্বনির উচ্ছ্বাসে শ্বাস প্রশ্বাসের আবর্ত্তনে অনন্ত জগতের জীবাত্মা যৎকর্তৃক বিধৃত হইতেছে, সেই প্রোদ্দাম শত সৌদামিনী প্রভাময়ী অন্তর্যামিনী কুলকুণ্ডলিনী জীবের মূলাধারকমলকোষে স্বয়ম্ভূশিব সহবাস বিলাসরসে নিমগ্না রহিয়াছেন ॥ ১ ॥ [কুলকুণ্ডলিনীর এই স্থূলরূপের উল্লেখ করিয়া আবার সূক্ষ্ম রূপের নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই স্থূলরূপের অভ্যন্তরে চির—আনন্দ রসপ্রবাহিনী তড়িৎপুঞ্জগঞ্জনকর—সৌন্দর্য্যশোভাময়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরাৎপরা চিন্ময়ীকলারূপে যিনি অধিষ্ঠিতা এবং পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকটাহ যাঁহার প্রভায় প্রভাসিত, সেই এই নিত্যজ্ঞান স্বরূপিণী শ্রীমৎ পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী সর্ব্বেশ্বরীরূপে বিরাজিতা। সাধকবর্গ এক্ষণে অনুভব করিবেন কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ এই দ্বিবিধ, স্থূলমূর্ত্তি সগুণা ভ্রমদ্‌ভ্রমরঝঙ্কারবৎ অস্ফুট পঞ্চাশদ্বর্ণ নিনাদিনী, সূক্ষ্ম মূর্ত্তি নির্গুণা শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপিণী। এই স্থূল মূর্ত্তিই দেবতাভেদে রূপভেদে নিখিল মন্ত্রবর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সূক্ষ্ম মূর্ত্তিই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য উপাস্য দেবতা, তাই স্বয়ম্ভূশয়নে নিদ্রিতভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী জাগরিতা না হইলে জগদম্বার মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না, মন্ত্র চৈতন্য না হইলে মন্ত্রসিদ্ধি ঘটে না। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য যে, ধ্বনির পরিণাম শব্দ কেবল চিৎশক্তিরই স্বরূপ-বিভূতি এবং জগদম্বার জ্যোতির্ম্ময়ী নিত্যমূর্ত্তিতে তাহা নিত্যজ্যোতির্ম্ময় রূপেই অধিষ্ঠিত এবং সৃষ্টিকালে আকাশের গুণ রূপে তাহার অভি-ব্যক্তি হয় বলিয়া আকাশের সৃষ্টিতেই তাহার সৃষ্টি বা আকাশের প্রলয়েই তাহার প্রলয় ইহা নহে। আর যাঁহাদের মতে আকাশ নিত্য পদার্থ, তাঁহাদের ত এ সম্বন্ধে কোন বিপ্রতিপত্তির কারণই নাই।

যতই কেন মতান্তর না থাকুক, মন্ত্রময় বেদ সেই ধ্বনিবর্ণেরই সমষ্টি রূপ, তাই ব্রহ্মার সমাধি যোগে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মময়ী শব্দব্রহ্ম বেদরূপে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত স্বরূপ তাঁহার নাসিকাবিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর ব্রহ্মা বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ জীব যেমন নিশ্বাসের পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাসের আকর্ষণ-কর্ত্তা, ব্রহ্মাও তদ্রূপ বেদের আবির্ভাবকর্ত্তা। স্বরূপতঃ বেদ নিত্যাসিদ্ধ শব্দ ব্রহ্ম, ব্রহ্মার সৃষ্ট পদার্থ নহে, তাই বেদ অপৌরুষেয়।

ঈশ্বরদেহে এই কুণ্ডলিনীধ্বনির পরিণাম বেদ এবং জীবদেহে কুণ্ডলিনীধ্বনির পরিণাম শব্দরূপ। এই শব্দের অভ্যন্তরেই নিখিল মন্ত্র-তত্ত্ব নিহিত—সেই মন্ত্রই জীবের সঞ্জীবন যন্ত্রস্বরূপ। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবের অজ্ঞাতসারেও প্রাণবায়ুর আবর্ত্তনে শ্বাস প্রশ্বাসের নির্গম ও প্রবেশে ধ্বনি চক্রের বিঘূর্ণনে স্বতঃএব কোন মহামন্ত্রের জপ হয়, তাহারই নাম অজপা মন্ত্র, অর্থাৎ জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক জপ না করিলেও যাঁহার জপ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহারই নাম অজপা মন্ত্র; অথবা যাঁহার জপ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জপ নাই, তাঁহারই নাম অজপা মন্ত্র। এই অজপাই জীবের পূর্ণ পরমায়ুঃ, তাই শুনিতে পাই" অজপায় অজপা হয়ে জপা তপা কিছু হল না। অজপা ফুরাল তবু অ-জপা ত ফুরাল না"।

ব্রহ্মা যেমন ভগবানের নাভিকমলে পূর্ব্বতন কল্পান্তরের চিন্তা করিয়াছিলেন, জীবও তদ্রূপ মাতার গর্ভ্ভ মধ্যে জন্মান্তরের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া থাকেন, সেই সময়ে জীবের মনোবৃত্তিতে " কে আমি " কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, আমি কাহার, কে আমার, ইত্যাদি গভীর চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, সেই মনোবৃত্তির তরঙ্গ আসিয়া প্রাণশক্তিতে সম্মিলিত হয়, সেই প্রাণশক্তি আবার ঈড়া পিঙ্গলা উভয় নাড়ীর অন্তরালে থাকিয়া জঠরানলের নিম্ন-ভাগে কুণ্ডলিনীচক্রে ঘাত প্রতিঘাত প্রদান করে, সেই নিম্ন আঘাতে আহত হইয়া নিদ্রিত ভুজঙ্গী তখন গর্জ্জন করিতে থাকেন—তাঁহার সেই

গর্জ্জনধ্বনির প্রস্ফুট অবস্থাই অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ মাতৃকা। এই বর্ণাবলীর অবলম্বনেই গর্ভস্থ জীবের জন্মান্তরীণ চিন্তা তখন বাক্‌-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনই তখন জীবরূপে মনোনয়নে তাহা দর্শন করিয়া মনঃশ্রবণে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। প্রসবের পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জরায়ু কোষ বিদীর্ণ হইয়া যখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখনই কণ্ঠকুহরে সেই আন্তরিক ধ্বনি নির্গত হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। গর্ভকারাগারের অন্ধতমস কক্ষে বসিয়া জীব যখন আত্মার সেই গভীর অতীততত্ত্ব চিন্তা করিতে থাকেন, দ্বিতীয় স্বপ্নের ন্যায় মনই তখন সে রাজ্যে রাজা হইয়া সমস্ত বিচার করিতে থাকেন—তখন সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত যাহা হয়, তাহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মহাভাগবতে—ভগবতীগীতায় হিমালয়ের প্রতি দেবীবাক্য।

স্মৃত্বা প্রাক্তনদেহোত্থ কর্ম্মাণি বহুদুঃখিতঃ।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেবহি ॥ ১ ॥
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্মালভং ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতং।
নারাধিতো ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীং ॥ ২ ॥
যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্মে স্যাদ্ গর্ভ দুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং।
নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ। ৩ ॥
বৃথা পুত্রকলত্রাদি বাসনা বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্ট সংসারমনাঃ কৃতবানাত্মনোঽহিতং ॥
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভ দুঃখং দুরাসদং।
তন্ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনং ॥ ৪ ॥
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
অস্থিযন্ত্র বিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মণা ॥

সূতিবাতবশাদ্দেবোরনরকাদিব পাতকী।
মেদোসৃক্প্লুতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥
ততো মন্মায়য়া মুগ্ধ স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ড ইব স্থিতঃ॥ ৫॥
সুষুম্নাপিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মণা যাবদেবহি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালৈর্ন শক্যতে॥ ৬॥

জন্মান্তরীণ দেহ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম সমূহের অনুস্মরণে অতি দুঃখিত হইয়া জীব তখন স্বয়ংই বিচার পূর্ব্বক মনে মনে এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে॥১॥ এই রূপে জন্মান্তরে বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আমি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলাম, কারণ সংসারে কেবল অন্যায় পূর্ব্বক বিত্ত উপার্জ্জন এবং কুটুম্বভরণ মাত্রই করিয়াছি, কখনও দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গার আরাধনা করি নাই।২। কিন্তু যদি এই বার এই গর্ভ দুঃখ হইতে আমার নিষ্কৃতি হয়, তাহা হইলে মহেশ্বরী দুর্গার উপাসনা ভিন্ন আর পুনর্ব্বার বিষয়ের সেবা করিব না, সংযতহৃদয়ে ভক্তি পূর্ব্বক নিয়ত কেবল তাঁহারই পূজা করিব॥৩॥ বৃথা পুত্র কলত্রাদির বাসনাবশতঃ বারম্বার সংসারে নিবিষ্টমনা হইয়া কেবল আপনারই অকল্যাণ সাধন করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই ফল স্বরূপ দুরাসদ গর্ভ দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাই প্রতিজ্ঞা আমার, বৃথা সংসারের সেবা আর করিব না।৪। এইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে বহু প্রকারে দুঃখ অনুভব করিয়া প্রসববায়ুর আবেগ বশতঃ জননীর অস্থিযন্ত্রে বিনিষ্পিষ্ট হইয়া জরায়ুপরিবেষ্টিত জীব ঘোরনরকোত্তীর্ণ পাতকীর ন্যায় মেদঃ এবং রক্তে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিয়া কুক্ষিপথ দ্বারা ভূতলে পতিত হয়, অনন্তর আমার মায়া প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া জীব সেই গর্ভাবস্থান কালের অনুস্মৃত এবং অনুভূত সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মাংসপিণ্ডের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর অবস্থায় অবস্থিত হয়।৫। তৎপর শিশুর সুষুম্না নাড়ীর বহিঃ পার্শ্ব যত দিন শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন

থাকে, তত দিন সে সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥ এই স্থলে প্রসব প্রক্রিয়ায় প্রসূতির অসহ্য যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচার ভিন্ন এই যাতনার আর কোন কারণ নাই—কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি কি ইচ্ছা করিলে সন্তান ও প্রসূতির বিনা কষ্টে প্রসবের কোন রূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না? একটি জীবের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার জন্য আর একটি জীব অকারণে এ দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবে কেন? আমরা বলি, "কেন" এ প্রশ্ন তাঁহার নিকটে অসম্ভব, কারণ সর্ব্বভূতভাবন ভগবানের ব্যবস্থাসমুদ্রের নিকট আমরা এক একটি জলবুদ্বুদ বলিয়াও গণ্য নই, দ্বিতীয়তঃ "এক লাঠীতে সাত সাপ মারা" তাঁহার কার্য্য, তুমি আমি যাহাকে তোমার আমার বিপদ্ বা সম্পদ্ বলিয়া মনে করি, এ অনন্ত চরাচরে কত শত জীবের বিপদ্ বা সম্পদের সূত্র তাহার সহিত বিজড়িত আছে তাহা কে বলিবে? মন্থরা কি কখনও মনে করিয়াছিল যে, কৈকেয়ীর প্রসাদ লাভ ভিন্ন তাহার বাক্যের আর কোন আশা, উদ্দেশ্য, বা ফল আছে? ফলাফল যাহা আছে না আছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মাণ্ডের ফলাফলবিধাতা ভগবান্, যাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের জন্য দেবদলের এ কূট চক্রান্ত। মন্থরা তাহার যে বাক্যের ফলে স্বার্থসিদ্ধি বই আর কিছু আশা করে নাই—সেই বাক্যের ফলে সানুজ সশক্তি ভগবান্ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, মহারাজ দশরথের অকালমৃত্যু, কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ীর বৈধব্য, ভরতের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, মারীচবধ, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু, বালিবধ, সমুদ্রবন্ধন, লঙ্কাদাহ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সবংশে রাবণের নিধন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, দেবকুলের স্বর্গলাভ ইত্যাদি রামলীলারূপ অপার সমুদ্রে এ কয়েকটি ঘটনা কয়েকটি প্রধান তরঙ্গ লহরী বই আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে সূত্রানুসূত্রপরম্পরায় আর কত কোটি কোটি জীবের কোটি কোটি অদৃষ্টের ফলাফল গ্রথিত আছে, কাহার সাধ্য

তাহার ইয়ত্তা করিবে ? রামলীলা সেই সকল অদৃষ্টের ফল প্রসবের দ্বার মাত্র, জীবের লীলাখেলাতেও এই রূপ পরস্পর অদৃষ্টের সংশ্রব নিত্যনিহিত, তবে ভগবানের লীলায় যে স্থানে কোটি কোটি, তোমার আমার না হয়, সেই স্থানে শত শত এই মাত্র বিশেষ। অদৃষ্টের যে ফলপ্রক্রিয়ায় প্রসবকালে সন্তানের দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবার ব্যবস্থা, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে প্রসূতির অদৃষ্টপ্রক্রিয়া বিজড়িত না আছে, ইহা কে বলিল ? দ্বিতীয়তঃ উহা না করিয়া ইহা করিলেন কেন ? এ প্রশ্নও তাঁহার নিকটে হয় না, মানুষের মুখে চক্ষুঃসৃষ্টি না করিয়া পৃষ্ঠে করিলেন না কেন ? ইহা আপত্তি করিতে পারি না, কারণ পৃষ্ঠে চক্ষুঃ সৃষ্টি করিলেও আমিই যে তখন আবার "মুখে চক্ষুঃসৃষ্টি না করিয়া পৃষ্ঠে করিলেন কেন, এ প্রশ্ন না করিতাম, তাহার প্রমাণ কি ? "কেন ?" এ প্রশ্ন আমি সকল বিষয়েই করিতে পারি। প্রশ্নকর্ত্তার নিকটে কিছুতেই ঈশ্বরের অব্যাহতি নাই, কারণ প্রশ্ন করা অজ্ঞতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত বিরহিত জীব, সর্ব্বজ্ঞের নিকটে চিরদিনই অজ্ঞ, তুষারাকার রূপ জলবিন্দু যত দিন সেই শিব-সমুদ্রে সম্মিলিত না হইতেছে, ততদিন তাহার প্রশ্নেরও অবধি নাই, তবে তাঁহার নিজমুখ নির্গত শাস্ত্রে তিনি নিজের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যতদূর জানিতে পারা যায়, তত দূরই জীবের চরিতার্থতা। প্রসববেদনার মূলে তাঁহার কি ইচ্ছা আছে, তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অজ্ঞাত হইলেও সাধনশাস্ত্রের অজ্ঞাত নহে। তন্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

এতস্মিন্নন্তরে দেবি ! বিশেষাং গর্ভসঙ্কটে।
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ ॥
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ।
পাতিতোপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোপি ততশ্চ্যুতিং ॥
সূতিবাতস্য বেগেন যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।

বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি ॥

দেবি! এই গর্ভসঙ্কট সময়ে নবম বা দশম মাস উপস্থিত হইলে প্রবল প্রসব বায়ুর আঘাতে আহত হইয়া জীব ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় প্রসবদ্বার হইতে নিঃসৃত হয়, এই রূপে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইয়াও আত্মাকে গর্ভচ্যুত বলিয়া জানিতে পারে না। প্রসবকালে প্রসব বায়ুর বেগে এবং যোনিরন্ধ্রের নিপীড়নে জীবের সেই সমস্ত জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যায়, গর্ভবাস কালে সে যাহা কিছু হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছিল।

প্রপঞ্চসারে—

অথ পাপকৃতাং শরীর ভাজা-
মুদরান্নিষ্ক্রমিতুং মহান্ প্রয়াসঃ।
নলিনোদ্ভবধী বিচিত্রবৃত্তা
নিতরাং কর্ম্মগতিস্তু মানুষাণাম্ ॥

গর্ভস্থ জীবের মধ্যে যে যত পাপী, মাতার উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে তাহার তত অধিক য়। পদ্মযোনি বিধাতার ইচ্ছানুসারে মানবের কর্ম্মগতির বৃত্তান্ত নিতান্ত বিচিত্র।

এরূপ রোগমুক্ত ব্যক্তিকেও দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায়; যিনি পূর্ব্বে অর্দ্ধাঙ্গ বা তৎসদৃশ কিম্বা ততোধিক কোন গুরুতর রোগ-গ্রস্ত বা কোন রূপ ঘোরতরবিকারে বিকৃত বা প্রায়োন্মত্ত হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছেন—কিন্তু সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁহার যাহা ছিল, এক্ষণে আর তাহার কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন না, সংসারে সকল থাকিতেও তাঁহার জ্ঞানে এক্ষণে আর তাঁহার নিজের বলিয়া কোন পদার্থ নাই—ইহা একরূপ একদেহে জন্মান্তর। বর্দ্ধিত অতিপ্রৌঢ় বা অতিবৃদ্ধ অবস্থাতেও যখন এই রূপ চিরসংস্কারসিদ্ধ প্রগাঢ় জ্ঞানের বিস্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন প্রসববেদনার কঠোর-তাড়নায় নিষ্পিষ্ট শিশুর সুকোমল হৃদয়ের তরল জ্ঞান অন্তর্হিত হইবে,

সেই বিকট মোহ মূর্চ্ছার বিষম বিভীষিকায় তাহার সুদূরস্মৃতি অপসারিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যে কোন কারণে নিখিল জ্ঞানের ভাণ্ডার হৃদয় ও মস্তিষ্ক একবার বিঘট্টিত হইলেই সকল বিস্মৃতি সুসম্ভব। অন্তঃকরণের স্তরে স্তরে যে সকল সংস্কারময় পট সুসজ্জিত রহিয়াছে, কোন একটি গুরুতর ঘাত প্রতিঘাতে তাহার বিন্যাস-পরম্পরার কোন রূপ বিপর্য্যয় ঘটিলেই সকল সংস্কারের গ্রন্থি শিথিল হইয়া তখন সমস্ত বন্ধনের সূত্র কে কোথায় ছুটিয়া পড়িবে তাহার সন্ধানও থাকিবে না, জীবের অন্তঃকরণ হইতে সেই জন্মান্তরবৃত্তান্ত বন্ধন বিশ্লিষ্ট করিবার জন্যই প্রসব বেদনার সৃষ্টি, এই জন্যই পাপের ফল ভোগের নিমিত্ত দেহ ধারণ। দেহ ধারণ করিবার নিমিত্ত এ দণ্ড ভোগ করিতে হইল, এরূপ নহে, এই দণ্ডভোগ করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, সুতরাং তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। যে সময় যে রূপে যে উপায়ে যে পাপের ফলভোগ করিলে জীবের মঙ্গল পথ পরিষ্কৃত হয় সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময়ী আজ্ঞাক্রমেই তাহার ব্যবস্থা হইয়া আছে—তাই দেখিতে পাওয়া যায় অদৃষ্টের অতি অল্প অংশ মাত্র যাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট রহিয়াছে, মুক্তিক্ষেত্র তীর্থাদিতে তাহারা প্রসবযাতনাতেই দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়, তবে প্রসূতি কেন কষ্ট ভোগ করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রসূতির অদৃষ্টই সে পক্ষে একমাত্র কারণ, পুত্রকে সুপ্রসূত করিবার জন্য তিনি এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহা নহে, তিনি আপন অদৃষ্টের ফল ভোগ করিবার জন্যই প্রসব ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে—অদৃষ্টের বাজারে কাহারও সহিত কাহারও কোন আত্মীয়তা নাই বা থাকিতে পারে না—পিতা হউন, মাতা হউন, পুত্র হউন, কন্যা হউন, পতি হউন, পত্নী হউন, এ নির্দ্দয় পাষাণ রাজ্যে কেহ কাহারও নহেন, অথচ এই পাষাণে পাষাণে পরস্পর এমন ঘনসন্নিকৃষ্ট নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেন লৌহ চুম্বকের পরস্পর আকর্ষণ—দুইই

কঠিনের এক শেষ, অথচ দুইএরই মিলনেরও এক শেষ, কিন্তু অদৃষ্ট যদি দুই জনকে দূরে দূরে রাখিয়া দিল, তবেই এক নিমেষের মধ্যে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া তখন পাষণের কঠিন প্রাণ আপন তাপে আপনি ফাটিতে লাগিল—অদৃষ্ট, মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া যখন অপ্রসূত বা অর্দ্ধপ্রসূত সন্তানকে দূর দূরান্তরে তাড়িত করিয়া দিল, তখন আপন কর্ম্মফলে পাষাণময়ী জননী আপনার শোকের তাপে আপনি ফাটিয়া পড়িলেন, শিশু হইলেও পাষাণপ্রাণ সন্তান আপন অদৃষ্টের তাড়নায় একবারের জন্যও জননীর এ যন্ত্রণা চিন্তা করিবার অবসর সে পাইল না—তাই বলিতে ছিলাম, এ পাষাণ রাজ্যে পাষাণ কুমারীর আজ্ঞাক্রমে সমস্তই পাষাণ, এখানে মায়ের জন্যও সন্তান ভোগ করেন না, সন্তানের জন্যও মা ভোগ করেন না, সকলেই আপন আপন পথে চলিয়াছেন, কেবল পথ সন্ধিতে দুই এক নিমেষের জন্য দুই এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে এই মাত্র—পথপ্রদর্শিকা মায়া কেবল মধ্যে মধ্যে তাহাদের সঙ্গে " প্রাণের প্রিয়তম " সম্বন্ধ ঘটাইয়া সেই প্রাণ ভুলান সম্বন্ধের সোহাগে পথিককে পথশ্রান্তি বিস্মৃত করাইয়া কৌশলে দূরাদপি দূরতর দেশ দেশান্তরে কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে লইয়া যাইতেছেন—এই বিস্মৃতিকে বিস্মৃত করিয়া মধ্যে মধ্যে পথের কথা মনে করিয়া দিবার জন্যই শাস্ত্রের আবির্ভাব—তাই শাস্ত্র পথের যন্ত্রণা স্মরণ করাইয়া, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইলে জীবের ক্লান্ত হৃদয়ে প্রাণের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া যে সকল মর্ম্ম ব্যথা উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই মনে করিয়া দিবার জন্য গর্ভবাসের কঠোর প্রতিজ্ঞা সকল সংসারেও উল্লেখ করিয়াছেন—নিতান্ত তপোমার্জ্জিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইলেই শাস্ত্রের সেই কৃপাকাহিনী শুনিয়া সাধকের অন্তঃকরণে সেই গভীর প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞান জন্মে—এই অভিজ্ঞানের আঘাতে জর্জরিত হৃদয় হইয়াই সাধক, সঙ্গীতচ্ছলে বলিয়াছেন—

" আমি আছি মা ! তারিণি ! ঋণী তব পায় ।
মা ! আমায় অনুপায়, ভজন পূজন, দিয়ে বিসর্জ্জন,
[জননি গো !] বিষয় বিষভোজনে প্রাণ যায় ।
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে বল্লেম, এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব মায়ের শ্রীপদে,
এখন, ধরায় পতিত হয়ে, আছি মা ! পতিত হয়ে
পতিত পাবনি ! ভুলে মা ! তোমায় ।
হল না সাধনা আর হয় না, হে দুর্গে ! মা ! আমার দুখ ত আর সয় না,
অপার দাশরথি শঙ্করি ! হয় না মানসবশ কি করি ?
এখন, মা যদি মা ! মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মুক্তকেশি ! (এভব) বন্ধন দায় ॥ "

অকূল দুঃখ সাগরের তরঙ্গতাড়নায় অধীর হইয়া সাধক এই স্থানে আসিয়া একে বারে প্রাণের কবাট খুলিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন " হল না সাধনা আর হয় না, হে দুর্গে ! মা ! আমার দুঃখ ত আর সয় না " সংসারের জ্বলন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া সাধনাভ্রষ্ট হইলে সাধকের যে অসহ্য মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হয়, এই কয়েকটি কথায় তাহা একে বারে ঢালিয়া দিয়া সাধক যেন জলমুক্ত মেঘের ন্যায় অলক্ষ্য আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, কবিত্ব অনেকেরই আছে, কিন্তু ভুক্তভোগী জীবনের এমন জীবন্ত মূর্ত্তি চিত্র করা জগদম্বার সাধনা-লব্ধশক্তি জীবন্ত সাধক ভিন্ন অচেতন লতাপাতার ছবি-কবির কর্ম্ম নহে। বঙ্গভূমির কণ্ঠরত্ন ধন্য সচেতন দাশরথি ! ধন্য তোমার সঙ্গীত-সাধনা, অথবা কুলকুণ্ডলিনীর ধ্বনিমূর্চ্ছনা. তুমি বলিয়াছ মায়ের নিকটে তুমি ঋণী, কিন্তু তোমার এই ঋণের কথায় সমগ্র সাধককুল তোমার নিকটে চির ঋণী।

সাধনাভ্রষ্ট হইতে অনেকেই সুপটু; কিন্তু এমন প্রাণগত অনু-তাপের অধিকার অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, যাহা হউক

এই ভ্রান্তি ঘটাইবার জন্যই জন্মান্তরের কথা গর্ভবাসের কথা জীব ভুলিয়া গেলেও জগজ্জননী শাস্ত্রদর্পণে বারবার তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন বৎস ! যাহা যাহা বলিয়াছিলে, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার কর্ম্মানুসারে এই ভ্রান্তি ঘটাইবার জন্যই প্রসববেদনার সৃষ্টি, যাহা হউক, গর্ভমধ্যে নিত্যসিদ্ধ ধ্বনি শক্তির অভ্যুদয়ই যে, জীবের চৈতন্য সঞ্চার—অজপা মন্ত্ররূপে ধ্বনিই যে, জীবের সঞ্জীবনী শক্তি, এই পর্য্যন্ত দেখাইবার জন্যই আমাদের এত দূর অবতারণা। জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুসারে গর্ভমধ্যে জীব মনে মনেও বাক্য রচনা করে, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, " মনসা বচনং ক্রতে বিচার্য্য স্বয়মেবহি " এই মননরূপ বচন প্রসবের পর রোদনাদি প্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং সেই রোদনের সূত্রপাতও গর্ভমধ্যেই হইয়া থাকে।

জায়তেঽধিকমুদ্বিগ্নো জৃম্ভতেঽঙ্গৈঃ প্রকম্পিতৈঃ।
মাতুশ্বনং নিঃশ্বসিতি ভীত্যা রোদিতুমিচ্ছতি ॥

প্রসবকালে গর্ভস্থ জীব সমধিক উদ্বিগ্ন হয়, জরায়ু মধ্যে তাহার অঙ্গ সমস্ত বারম্বার বিকম্পিত হয়, সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদে শিশুর জৃম্ভা [হাই তোলা] উপস্থিত হয়, মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে এবং ঘোরান্ধকার জরায়ু মধ্যে এই বিকট বিপদের আক্রমণ দেখিয়া ভয়বিহ্বল হৃদয়ে তখন রোদন করিতে ইচ্ছা করে। রোদনের জন্য যাহা কিছু অন্তঃপ্রক্রিয়া, তাহা এই সময়েই সম্পন্ন হইয়া থাকে—প্রসবের পর বহিঃপ্রক্রিয়ার আরম্ভ হয় মাত্র—সে প্রক্রিয়া এই—

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ।
পশ্চাৎ পশ্চন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ ॥
বক্ত্রে বৈখর্য্যথরুরুদিষো রস্য জন্তোঃ সুষুম্না।
বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসজ্ঞঃ ॥

প্রথমতঃ মূলাধার হইতে বাক্যের যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থার

উদ্গম হয়, তাহার নাম "পর" ভাব। পশ্চাৎ তদপেক্ষা স্থূল রূপে সেই অবস্থা হৃদয়গত হইলে তাহার নাম "পশ্যন্তী" ভাব। অনন্তর তদপেক্ষা স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার নাম "মধ্যম" ভাব। তৎপর সম্পূর্ণ স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন রোদনেচ্ছু জীবের মুখ বিবর দ্বারে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম বৈখরী ভাব এবং সেই অবস্থাতেই শিশুর রোদন পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, অতএব জীবের সুষুম্নাগহ্বরবদ্ধ বর্ণমালা কেবল প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বহিঃ প্রতিভাত হয়। সুষুম্নাকুহরে সেই নিত্যধ্বনি মধ্যে সমস্ত বর্ণের সূক্ষ্ম অবস্থান থাকিলেও চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বহিঃ প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ—

স্রোতোমার্গস্যাবিভক্তত্বহেতো
স্তত্রার্ণানাং জায়তে ন প্রকাশঃ।
তাবদ্ যাবৎ কণ্ঠমূর্দ্ধাদিভেদো
বর্ণ ব্যক্তি স্থান সংস্থা যতোতঃ।

মূলাধার হইতে মুখ বিবর পর্য্যন্ত শব্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইবার যে সকল পথ আছে, সেই সকল পথের বিভাগ না হওয়ায় তাবৎ কাল পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণ সমূহের প্রকাশ হইতে পারে না. যাবৎ কণ্ঠ মস্তক প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ গঠন না হয়, যে হেতু ঐ সমস্ত অঙ্গই বর্ণের অভিব্যক্তিস্থান।

সমস্ত মন্ত্রই এই নিখিল বর্ণ ধ্বনিময়ী পরমাত্ম স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ বিভূতি, সুতরাং সমস্ত মন্ত্রই বাঙ্ময় হইলেও চিন্ময় স্বরূপ। সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে চৈতন্যের সত্তা থাকিলেও শুক্র শোণিত সংযোগ প্রভৃতির প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে যেমন তাহার অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ সমস্ত মন্ত্র চৈতন্যময় হইলেও সাধকের সাধন শক্তির সহিত মন্ত্রশক্তির সংযোগ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে যে

চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্যই সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূত সর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥

যদিও সেই মন্ত্রময়ী কুলকুণ্ডলিনী সমস্ত জীবের মূলাধারে বিদ্যুৎপ্রভায় দেদীপ্যমানা, তথাপি যোগিগণের হৃদয়—কমলেই তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন, [অন্যত্র সূক্ষ্মরূপে তাঁহার সত্তা থাকিলেও স্বস্বরূপের প্রকাশ নাই কুণ্ডলীভূত ভুজঙ্গীর অঙ্গশ্রী অঙ্গীকার করিয়া সেই দেবী শঙ্খাবর্ত্তক্রমে (সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে) স্বয়ম্ভু শঙ্করকে চেষ্টা করিয়া অবস্থিতা, তিনি সর্ব্ব-বেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী। তিনিই তেজত্রয়ের (চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির) জননী, শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপিণী॥

সাধক! এখন একবার স্মরণ করুন, সেই যোগিনী তন্ত্রোক্ত "প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং" মন্ত্রের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ সত্য কি না? । ১১। সেই তেজোময় মন্ত্র সকল সর্ব্বমায়াবহির্ভূত, অর্থাৎ সমস্ত মায়ার অতীত, কারণ মন্ত্রতত্ত্ব মায়ার অতীত না হইলে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে কখনও মায়িক জগতের কার্য্য কারণ প্রক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিত না—কেননা যে যাহার আশ্রিত, সে কখনও নিজ শক্তি প্রভাবে তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না। এই জন্যই আবার বলিতেছেন " সর্ব্বমায়া নিকৃন্তনং " মন্ত্র সমস্ত মায়ার নিকৃন্তন। যে নিজে মায়াজড়িত, সে কখনও মায়া পাশ ছেদনে সমর্থ হইতে পারে না। মন্ত্র

সকল সর্ব্বানন্দময়, অর্থাৎ যে মন্ত্র শক্তি জাগ্রৎ হইলে জগতে কোন বস্তুর লাভ জন্য আনন্দের অভাব থাকে না। এই জন্যই দ্বিতীয় বিশেষণ মন্ত্র সকল ব্রহ্মানন্দময় অর্থাৎ এমন বস্তু জগতে নাই, যাহাতে ব্রহ্মের সত্তা নাই, এমন আনন্দও জগতে নাই, ব্রহ্মানন্দ লাভের পরেও যাহা অলব্ধ থাকে, এই জন্য আবার বলিয়াছেন, মন্ত্র সকল পূর্ণানন্দময়, অর্থাৎ যিনি মন্ত্রের স্বরূপ, অথবা মন্ত্র যাঁহার স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল আনন্দের এক মাত্র কেন্দ্রভূমি সচ্চিদানন্দরূপিণী, সুতরাং মন্ত্রসিদ্ধি বলে তাঁহার সেই স্বরূপ যে লাভ করে, তাহার কোন আনন্দই অপূর্ণ থাকে না। এই পূর্ণানন্দ অবস্থাই পরম জীবন্মুক্তি, তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষণ "ব্রহ্মনির্ব্বাণমুত্তমং" মন্ত্রই উত্তম-ব্রহ্মনির্ব্বাণ, সাক্ষাৎ কৈবল্য মুক্তি। ১২। মন্ত্র সকল সর্ব্বমায়াময়, সর্ব্ববিদ্যাময়, সর্ব্বতপোময় এবং সর্ব্বসিদ্ধিময়, ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ হইয়াও সমস্ত গুণের অধীশ্বর এবং গুণময়, মন্ত্রও তদ্রূপ সমস্ত মায়ার অতীত হইলেও মায়ার প্রকাশভূমি এবং সর্ব্বমায়াময়, মায়াবলে সাধক যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, মন্ত্রের সাধনাই তাহার অসাধারণ কারণ। মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাময় অর্থাৎ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা উপবিদ্যা বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাতত্ত্বভেদে আদ্যা শক্তির যে সকল স্বরূপ বিভক্ত হইয়াছে মন্ত্রই সেই সমস্ত বিভাগের কারণ, মন্ত্রের সাধনাশক্তি প্রভাবেই তাঁহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবির্ভাব সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অথবা মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাময় অর্থাৎ চতুঃষষ্টিকলা সহকৃত চতুর্দ্দশ লৌকিক বিদ্যা এবং অবিদ্যাপাশনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহার সাধনায় অযত্নসিদ্ধ রূপে সাধিত হয়। মন্ত্র সর্ব্বতপোময় অর্থাৎ কায়ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম, কায়ক্লেশ ব্যতিরকেও যাঁহার প্রসাদে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিময় অর্থাৎ এমন কোন সিদ্ধি জগতে নাই, যাহা মন্ত্রের সাধনায় লব্ধ না হয়। ১৩। মন্ত্র সর্ব্ব মুক্তিময় অর্থাৎ যাঁহার সাধনায় উপাস্য দেবতার সালোক্য সাযুজ্য

সারূপ্য সাষ্টি এবং নির্ব্বাণ, সাধক ইহার যে কোন মুক্তিকেই প্রার্থনা করুন না কেন, কিছুই অসম্ভব নহে কেননা মন্ত্র স্বয়ংই মুক্তিময়, অতল স্পর্শ সমুদ্রের যে পর্য্যন্ত অগাধতা পরীক্ষা করিবার জন্য যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তাঁহাকে যেমন সেই পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে, তদ্রূপ সাধক যাদৃশ মুক্তির প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে তাদৃশ সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। সমুদ্র যেমন এক গণ্ডূষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লাবী জল দিতেও কাতর নহেন, কেননা সমুদ্র স্বয়ংই জলময়, মন্ত্রও তদ্রূপ সাধকের অধমা সিদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া মহা নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত কোন মুক্তি দিতেই কাতর নহেন, কেননা মন্ত্র স্বয়ংই মুক্তিময়, যাহা মন্ত্রের স্বরূপ, তাহা নিত্যমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, কেবল সাধকের সাধনার অনুসারে ফলের তারতম্য। সাধক এই স্থানে বুঝিয়া লইবেন, নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থাতেও যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না, সেই মন্ত্রকে লৌকিক শব্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কি সাক্ষাৎ তুরীয় চৈতন্য ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে ? মন্ত্র সর্ব্ববেদময়, অর্থাৎ একটি মন্ত্রও যদি সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই সাধকের সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদবিদ্যার ফল তত্ত্বজ্ঞান অনায়াসে লব্ধ হয়, অথবা নিখিল বেদমন্ত্রের অধিকার-সাধ্য কর্ম্ম তিনি নিজ মন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন করিতে পারেন। মন্ত্র সর্ব্ব-লোকময়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন লোক নাই, সাধকের প্রয়োজন হইলে মন্ত্রশক্তি যেখানে গিয়া নিজ প্রভাবে কার্য্য করিতে না পারেন, অথবা মুক্তি সময়ে সেই চতুর্দ্দশ ভুবনদ্বার ভেদ করিয়া সাধককে স্বস্বরূপে বিলীন করিতে না পারেন। মন্ত্র সর্ব্বভোগময়, অর্থাৎ সাধকের যাহা কিছু ভোগ্য পদার্থ, এক মন্ত্রশক্তি হইতেই তাঁহার সে সমস্ত সম্পন্ন হয়, অথবা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় সুখ জন্য যাহা কিছু ভোগ, সাধক এক মন্ত্রশক্তির মধ্যেই সে সমস্ত অনুভব করেন, কিম্বা যাহার ব্রহ্মাণ্ডজীর্ণকর তীব্র প্রভাবে সমস্ত ভোগই সিদ্ধির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না। ১৪। মন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রময়

অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি সিদ্ধ হইলে কোন শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানেরই তখন অভাব থাকেনা। মন্ত্র সর্ব্বযোগময় অর্থাৎ এমন কোন যোগ নাই, যাহা মন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ না হয়। দেবি! তোমার সেই হৃৎকমল দলে দলে এই রূপে মন্ত্রপুঞ্জ এবং শাস্ত্রপুঞ্জ দর্শন করিয়া সেই দুর্দ্দর্শ তেজঃপ্রভায় আমার দর্শনশক্তি স্তম্ভিত হওয়ায় আমি মোহময় অজ্ঞানসাগরে মগ্ন হইলাম এবং সেই মূর্চ্ছার অবসানে শর্ব্বরীর গাঢ়ান্ধকারময় পুরুষ যেমন প্রভাতে উজ্বল সূর্য্যোদয় দর্শন করে, তদ্রূপ পুনর্ব্বার সেই সূর্য্যোজ্জ্বলতেজঃপুঞ্জ মন্ত্র রাশি দর্শন করিলাম। সর্ব্বমন্ত্রের অধীশ্বরী সেই মহাকালীর প্রসাদে সে সমস্ত মন্ত্রই আমার সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমস্ত শাস্ত্রই আমার অভ্যস্ত হইয়াছে। ১৫। " পঞ্চাশন্মাতৃকা নিত্যা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী " মাতৃকারূপিণী অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্ বর্ণমালা নিত্যা অনাদি অনন্তা এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী " এ মহা-বাক্য সমস্ত তন্ত্রের সারসিদ্ধান্ত। পুরুষের ভ্রান্তিময় সংস্কারে যদি কখন কোন বর্ণের উচ্চারণের লোপ বা ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় বিধাতা স্বয়ং অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া তাহা পত্রাঙ্কিত করিয়াছেন—

বৃহস্পতিঃ। ষাণ্মাসিকেপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ষণ্মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই জীবের হৃদয়ে ভ্রান্তির উদয় হয়, এ জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক অক্ষর সমস্ত সৃষ্ট এবং লিপিবিন্যাসক্রমে পত্রে আরোপিত হইয়াছে। সাধকগণ বুঝিবেন, বিধাতা কর্ত্তৃক বেদও যেমন সৃষ্ট, অক্ষরও তদ্রূপ সৃষ্ট, মহেশ্বর, মহেশ্বরীর হৃদয়াম্বুজে বর্ণপুঞ্জের যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, বিধাতা তদনুরূপেই লিপিবিন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কামধেনু প্রভৃতিতন্ত্রে অকারাদি বর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধক তাহাতেই এ তত্ত্ব পরিস্ফুট রূপে লক্ষ্য করিবেন—অক্ষর মালার বিন্দু, মাত্রা, রেখা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শক্তি সূর্য্য

গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ ঐ সমস্ত রেখাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ফলতঃ লোকব্যবহারে আমরা যে লিপিবিন্যাস প্রক্রিয়াকে [লেখাকে] অক্ষর বলিয়া জানি, তাহা কেবল ঐ অ-ক্ষর ব্রহ্মের যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। সাধনাক্ষেত্রে মৃন্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিকে যেমন দেবতাস্বরূপে ব্যবহার করা হয়, লেখার অধিকারে রেখাময় যন্ত্র সকলকেও তদ্রূপ অক্ষর বলিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধকের সাধনাপ্রভাবে মন্ত্র ক্তি জাগরিতা হইলে প্রতিমার ন্যায় তেজোময় রেখা মূর্ত্তির অভ্যন্তরে প্রত্যেক রেখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন রেখা মূর্ত্তি ভেদ করিয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দর্শন দেন, তৎপর মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সমষ্টি মন্ত্রের অধীশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী উপাস্য দেবতা স্বয়ং স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের অভ্যুদয়ে যামিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া অরুণের প্রখররশ্মি যেমন দিগ্ দিগন্তে প্রসারিত হইয়া আকাশ এবং পৃথিবী মণ্ডল আলোকিত করে এবং তাহারই অব্যবহিত পরে ধীরে ধীরে উদয়াচলশিখরসীমা সুরঞ্জিত করিয়া প্রতপ্তকাঞ্চনচ্ছবি রবিমণ্ডল যেমন লোকলোচনগোচরে আবির্ভূত হয়েন এবং সন্ধ্যাবন্দন সমাহিত হৃদয় যোগীন্দ্র পুরুষগণ যেমন সেই তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রফুল্ল রক্তকমলসমাসীন রক্তাঙ্গরাগ শুদ্ধ সুন্দর সূর্য্যদেবকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মময়ীর কৃপারূপ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের অভ্যুদয়েও তদ্রূপ অবিদ্যা কালরাত্রির মোহান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মন্ত্রের তীব্রতেজ সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমদেবতার প্রেম পুলকিত করিয়া তুলে, এই অবস্থার পরে পরেই সাধকের সহস্রারকমল দলে মন্ত্রমণ্ডলে দেবদেবীগণ দলে দলে অপ্রার্থিত রূপে দর্শন প্রদান করেন, এইরূপে বিভূতিবর্গের পূর্ণ প্রকাশের পর পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী তখন সেই দেবমণ্ডলী মণ্ডিত তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে সাধকের ধ্যেয় মূর্ত্তি অবলম্বনে স্বস্বরূপের প্রকাশ করেন, সাধক কৈবল্যময়ীর সেই কৈবল্যময় ভাবসাগরে মনঃপ্রাণ

নিমজ্জিত করিয়া অগাধ শান্তির অন্তস্তলে চৈতন্যশয্যায় শয়ন করিয়া প্রগাঢ় আনন্দনিদ্রার উপভোগ করেন ইহাই অক্ষরের অক্ষর স্বরূপ। ফলতঃ প্রতিমাস্থ বা যন্ত্রস্থ দেবতা আর অঙ্কস্থ অক্ষর বা মন্ত্র একই বস্তু। সাধকের সাধনা প্রভাবে তাহাতে দেবতার আবির্ভাব এবং অভাবে তিরোভাব হয় এই মাত্র। মন্ত্রবর্ণে নাদ বিন্দু স্বর ব্যঞ্জনের যে সকল সম্বন্ধ, তাহাও মূর্ত্তিভেদে দেবতার স্বরূপের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, মন্ত্রজ্ঞ সাধকবর্গ অবশ্যই তাহা অবগত আছেন, নিতান্ত গুরুগম্য বলিয়া আমরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। কোন কোন বর্ণে দেবতার কোন কোন স্বরূপ বা বিভূতি অধিষ্ঠিত, সাম্প্রদায়িক মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন খণ্ডিত বর্ণে সেই পূর্ণ শক্তির প্রকাশ নাই—এ জন্য যে কোন শব্দ বা বর্ণ মন্ত্র হইতে পারে না, লীলাময়ী দেবতা যে মন্ত্রে নিজের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রই সেই স্বরূপের প্রকাশক, তাই সেই মন্ত্র তাঁহার সেই স্বরূপের নিজমন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত এই জন্যই সর্ব্ব মন্ত্র-সিদ্ধিগুরু ভগবান্ ভূতভাবন ভগবতীকে বলিয়াছেন—

যদ্দেবো জায়তে বীজ স্তস্য মূর্ত্তির্ভবেদ্ধ্রুবং।
দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে॥

যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা, সেই বীজ হইতে সেই দেবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইবেন, ইহা নিশ্চিত, যে হেতু দেবতার শরীর কেবল বীজমন্ত্র হইতেই উৎপন্ন হয়॥

—কামধেনুতন্ত্রে—

যস্য দেবস্য যদ্‌বীজং প্রফুল্লা কলিকা তথা
ধ্যাত্বা দেবীং যথাশক্ত্যা তস্মাদাবির্ভবেৎ স্বয়ং।
শক্তি র্বা বিষ্ণুদেবো বা শিবো বা সূর্য্য এব বা।
বীজাদুৎপদ্যতে দেবি পরং ব্রহ্ম নিরঞ্জনং॥
বীজধ্যানং বিনা দেবি! কথমুৎপদ্যতে হরিঃ।

সদাশিবো মহাদেবঃ কথমুৎপদ্যতে স্বয়ং ॥
সদাশিবস্য জননী বীজরূপা সনাতনী।

যে দেবতার যে বীজ এবং প্রফুল্লা ও কলিকা [মন্ত্রশক্তি বিশেষ] দেবীকে তদনুসারে যথাশক্তি ধ্যান করিলে সেই বীজমন্ত্র হইতেই শক্তি বিষ্ণু শিব সূর্য্য গণেশ প্রভৃতিদেবগণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। বীজ হইতেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রকাশ, বীজধ্যান ব্যতিরেকে কিরূপে হরি বা সদাশিব সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হইবেন, যে হেতু বীজরূপিণী সনাতনী সদাশিবেরও জননী। সাধকের সাধনালতার যাহা কিছু সিদ্ধিফল, সমস্তই এই বীজরূপিণী মহামন্ত্রশক্তির প্রতি নির্ভর করে, তাই দেশ কাল পাত্র ভেদে সেই বীজবপনের বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাশি, নক্ষত্র, গ্রহ, যোগ ইত্যাদি যে সকল দেবতা সাধকের শরীর ক্ষেত্রে অন্তশ্চারিণী শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল শক্তির গুণানুসারে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ বীজ বপন করিলে শীঘ্র সুফল ফলিবে, তাহারই নির্দ্দেশস্বরূপ মন্ত্রবিচার মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে।

বিশ্বসারতন্ত্রে—

সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোরিঃ ক্রমাজ্ জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ ॥
সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্ মূলং নিকৃন্ততি।

বিচক্ষণগণ চক্রবিচার ক্রমে মন্ত্রকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি এই চতুর্ব্বিধ ভেদে অবগত হইবেন। তন্মধ্যে সিদ্ধ মন্ত্র যথাবিধি সাধিত হইলে যথা কালে [যে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য যত কালের অপেক্ষা শাস্ত্র কথিত হইয়াছে] সিদ্ধ হইবে। সাধ্য মন্ত্র, জপ এবং হোম উভয়ের দ্বারা সিদ্ধ হইবে, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সিদ্ধ হইবে (কিন্তু সাধকের সাধনা অনুসারে ফলের অভিব্যক্তি হইবে) এবং রিপুমন্ত্র সিদ্ধির মূলোচ্ছেদন করিবেন।

সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যার্ণাঃ সেবকাঃ স্মৃতাঃ ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥
জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিকসেবয়া ।
পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ ধ্রুবং ॥

সিদ্ধ মন্ত্র সকলকে বান্ধব, সাধ্য মন্ত্র সকলকে সেবক, সুসিদ্ধ মন্ত্র সকলকে পোষক এবং শত্রু মন্ত্র সকলকে ঘাতক বলিয়া জানিবে। বন্ধুমন্ত্র যথাশাস্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হয়, সাধ্য মন্ত্র অধিক সেবায় সিদ্ধ হয়, পোষক মন্ত্র অধিক সেবা ব্যতিরেকেও অভীষ্ট প্রদান করে এবং ঘাতক মন্ত্র নিশ্চয় সাধকের বিনাশ সাধন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মন্ত্রবিচার নাই এবং তাহার তত্ত্ব সকল গুরুগম্য। এ স্থলে সাধকবর্গের বিশেষ অনুধাবনের বিষয় এই যে পূজা পাঠ স্তব হোম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা আর নিজ দীক্ষামন্ত্রের অবলম্বনে সিদ্ধি ও সাধনার উদ্দেশ্য এক হইলেও প্রক্রিয়া এক নহে। পূজা পাঠ স্তব ইত্যাদি দ্বারা সাধক দশ বৎসরে যে ফল লাভ করিবেন, উৎকট সাধনার প্রক্রিয়া প্রভাবে একবৎসরে এক মাসে এক সপ্তাহে এমন কি এক দিনেও মন্ত্রবলে সে ফল সিদ্ধ হইবে, কারণ পূজা স্তব ধ্যান ধারণা ইত্যাদি স্থলে কেবল সাধকের সাধনাশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে, আর মন্ত্র সাধনাস্থলে সাধনাশক্তি, মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধকের সাধনাশক্তি অনেক স্থলে অঙ্গহীন এবং কুণ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রশক্তির অব্যাহত প্রভাব কোথাও কুণ্ঠিত হইবার নহে। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মন্ত্রের সর্ব্বত্র সমান অধিকার। সাধকের কামনা সাধু হউক বা অসাধু হউক, মন্ত্রশক্তি তাহা বিচার করিবেন না। দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি

যেমন তাহা সাদরে আত্মসাৎ করিবেন, আবার অপরের সর্ব্বনাশ-কামনায় তাহার গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেও তিনি যেমন সাদরে তাহা ভস্মসাৎ করিবেন, তদ্রূপ নিজের হউক বা অন্যের হউক, মঙ্গল বা অমঙ্গল, যে কোন কামনায় হউক, সাধিত হইলেই মন্ত্রশক্তি সে কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। তাহার জন্য স্বর্গ নরক যাহা ভোগ করিতে হয় সাধক করিবেন, অগ্নির ন্যায় নিজ সর্ব্বদাহিকা এবং সর্ব্বপ্রকাশিকা শক্তির বিস্তার করিয়াই মন্ত্রশক্তি ক্ষান্ত হইবেন। সাধকের আত্মশক্তি বায়ুস্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয়, এ জন্য সাধকের আত্মশক্তি ক্ষীণ হইলেও মন্ত্রের দৈবশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয় তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নভোমণ্ডলে যেমন বায়ুতরঙ্গে ঘনবেগ প্রবাহিত হয়, আবার সেই বেগশালী বায়ুতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া অগ্নিমণ্ডল যেমন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির ঘাত প্রতিঘাতেও সাধকের আত্মশক্তি তীব্রবেগে সম্বর্দ্ধিত হয়। তখন সেই বেগময়ী আত্মশক্তিই মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে দ্বিগুণ সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। অগ্নি যেমন কণিকামাত্র বায়ুকে ধার করিয়াই সূক্ষ্মরূপে প্রজ্বলিত হইয়া জড়ীভূত বায়ুস্তরকে বিক্ষুব্ধ এবং সহচর করিয়া নিজপ্রভায় ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিয়া নভোমণ্ডল ভেদ করিতে থাকেন, মন্ত্রশক্তিও তদ্রূপ সাধকের কণিকামাত্র আত্মশক্তিকে ধার করিয়া সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া সাধকের সেই জড়প্রায় আত্মশক্তিকে সংক্ষুব্ধ ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহারই বেগে আত্মবিস্তার করিয়া এবং পরিশেষে সেই সাধকশক্তিকে সঙ্গে করিয়াই জীবহৃদয় আলোকিত করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া দেন। মন্ত্রের এই অদ্ভুত প্রভাব আছে বলিয়াই অসাধ্যসাধন জীবের পক্ষে অসম্ভব নহে—নতুবা কি, জীব হইয়া শিবারাধ্য সাধ্যধনে কেহ কখনও আশা করিতে পারিত? জীবের এমন আত্মশক্তি কি আছে, যাহার বলে মন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে সে দৈবী শক্তিকে

পরাভূত করিয়া দৈবীশক্তিতে পরিণত হইতে পারে ? সংসারের বিশাল প্রান্তরে সিদ্ধির বিলম্ব-অন্ধকারে একমাত্র মন্ত্রই ক্ষয়োদয়রহিত চির শারদ পূর্ণ চন্দ্র। জগদম্বার অপারকরুণাই এ চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ বিমলোজ্জ্বল কিরণ মালা, সাধু সাধক ভক্ত সাধিকাই তাহার এক মাত্র চিরপিপাসু চকোর চকোরী। তাঁহারা জ্ঞান কর্ম্ম উভয় পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সংসার ভূভাগ অতিক্রম করিয়া সাধনার বিস্তীর্ণ গগনমণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ কক্ষে উঠিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে সে সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাই সদানন্দ আনন্দময়ীকে বলিয়াছেন—

"চকোরা এব জানন্তি নান্যে চন্দ্ররুচাং রুচিম্" ।

"চন্দ্রকিরণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য (যেমন) চকোর ভিন্ন অন্যে জানে না।" [তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির তত্ত্বসুধাও সাধক সাধিকা ভিন্ন অন্যে জানে না, একচক্ষুঃ অবিশ্বাসী কাকের দল তাহা দেখিয়া চিরকালই সংসারের শুষ্ক নীড়ে বসিয়া সভয়ে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মস্তক লুক্কায়িত করে]

মন্ত্রসম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কোন তত্ত্বই সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, তাই আমরা কেবল মূলতত্ত্ব লক্ষ্যে তর্জনী নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, কারণ ইহার পর শাখা পল্লব পত্র পুষ্প গুলি ধরিয়া ধরিয়া দেখাইয়া দিলেই বৃক্ষ সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। তন্ত্রশাস্ত্র বিলাসীর প্রমোদকানন নহে, ইহা চরাচরগুরু যোগীন্দ্রচূড়ামণির যোগসিদ্ধ তপোবন। কাহার সাধ্য তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে এই তেজঃপুঞ্জ বনকুঞ্জের একটি পত্র পুষ্প স্পর্শ করিতে পারে ? নিজভুজবীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত যিনি এ বনে প্রবেশ করিবেন, অগ্নিমণ্ডলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায়, মরণোন্মুখ কন্দর্পের ন্যায়, তাঁহাকেই সংহারনাথের মহারুদ্রতেজে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তাই আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়াই সভয়ে পশ্চাৎপদ।

অতঃপর যাহা বুঝাইবার আছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ঐ ভক্তবাঞ্ছিত চরণাম্বুজে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি—তিনি তাঁহারই

বাক্যানুসারে নিখিল গুরুবর্গহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যবর্গকে তাঁহার মন্ত্রময় স্বস্বরূপ বুঝাইয়া দিউন।

গুরুতত্ত্ব।

মন্ত্রতত্ত্বে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সিদ্ধি সাধনার বার্ত্তা কথিত হইল, ইহার সমস্তই গুরুতত্ত্বের অপেক্ষিত, যে হেতু গুরুমূলক দীক্ষা, দীক্ষা-মূলক মন্ত্র, মন্ত্রমূলক দেবতা, এবং দেবতামূলক সিদ্ধি। এই জন্যই মুণ্ডমালাতন্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

গুরো র্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।
অতএব বরারোহে! দেবতায়াঃ পিতামহঃ।
পিতুশ্চ ভাবনাদ্দেবি! যথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ।
তদ্বস্তুব স্তোষমেতি বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।

গুরু হইতে মন্ত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এবং মন্ত্র হইতে দেবতা জন্ম-গ্রহণ করেন, বরারোহে! এজন্য গুরুদেব ইষ্টদেবতার পিতামহস্থানীয়। পিতা পিতামহের সেবা করিলে যেমন তাঁহাদিগের পুত্র এবং পৌত্র সন্তোষ লাভ করেন, তদ্রূপ গুরুর সেবা করিলে মন্ত্র, মন্ত্রের সেবা করিলে দেবতা এবং গুরু মন্ত্র উভয়ের সেবা করিলেও দেবতা প্রসন্ন হয়েন। ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলেই বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ পিতা পিতামহকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের পুত্র পৌত্রকে সেবা করিলেও যেমন তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত অসন্তুষ্ট হয়েন, তদ্রূপ গুরু ও মন্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া ইষ্টদেবতার উপাসনা করিলেও তাহাতে তিনি প্রসন্না না হইয়া বরং কুপিতা হয়েন। এ স্থানে ইহাও বুঝিবার বিষয় যে পিতা পিতামহকে অবজ্ঞা করিয়া পুত্র পৌত্রকে সেবা করিলেও তাহাতে তাঁহাদিগের যেমন অসন্তোষ বই সন্তোষের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ পুত্র পৌত্রকে অনাদর করিয়া পিতা পিতামহকে সেবা করিলেও তাহাতে তাঁহাদিগের সন্তোষ সম্ভাবনা নাই। দেবতাকে অবজ্ঞা

করিয়া গুরু ও মন্ত্রের সেবা, কিম্বা দেবতা ও মন্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া গুরুকে সেবা করিলেও তাহাতে গুরুর সন্তোষ সম্ভাবনা নাই। একথাটি এখানে বলিয়া দিবার প্রয়োজন এই যে আজ্ কাল্ এমন শিষ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা মন্ত্রজপ এবং দেবতার উপাসনার ভয়েই গুরুর একান্ত শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, এই অতিভক্তিই চোরের লক্ষণ। ফলতঃ গুরু মন্ত্র এবং দেবতা এই ত্রিতত্ত্বে যাঁহার অভেদজ্ঞান, সিদ্ধি তাঁহারই অদূরবর্ত্তিনী। তাই বলিয়াছেন—

মন্ত্রে বা গুরুদেবে বা ন ভেদং যস্তু কল্পতে।
তস্য তুষ্টা জগদ্ধাত্রী কিন্ন দদ্যাদ্দিনে দিনে॥

মন্ত্রে গুরুদেবে এবং এবং ইষ্টদেবতায় যিনি ভেদ কল্পনা না করেন, জগদ্ধাত্রী তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে দিনে দিনে কি না দান করেন। শাস্ত্রের উক্তি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আজ্ কাল্ গুরুবাদ লইয়া বড়ই বিসম্বাদ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানুষকে ব্রহ্মরূপ দেবতা বলিয়া উপাসনা করা, অনেকের পক্ষেই অরুচিকর। তাঁহারা মন্ত্রকে যেমন অক্ষর বলিয়া বুঝিয়াছেন, গুরুকেও তদ্রূপ মানুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ গুরুতত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এ সিদ্ধান্তের একমাত্র মূল, শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এ সন্দেহ স্থান পাইবার অবকাশ নাই। সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী বিশ্বজননী স্বয়ংই সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

যোগিনী তন্ত্রে—

শ্রীদেব্যুবাচ। গুরুঃ কো বা মহেশান! বদ মে করুণাময়!
ত্বত্তোপ্যধিক এবায়ং গুরুস্ত্বয়া প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ঈশ্বর উবাচ। আদিনাথো মহাদেবি! মহাকালোহি যঃ স্মৃতঃ।
গুরুঃ সএব দেবেশি! সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ।
শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবেচ গাণপত্যে তথৈন্দবে।
মহাশৈবেচ সৌরেচ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ
মন্ত্রবক্তা স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি।

মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষে নগনন্দিনি।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি।
অতস্তু গুরুতা দেবি! মানুষে নাত্র সংশয়ঃ।
মন্ত্রদাতা শিরঃ পদ্মে যদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ।
তদ্ ধ্যানং কুরুতে দেবি! শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে।
অতএব মহেশানি! এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষেষু মহেশ্বরি!
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহেশ্বর! গুরুই বা কে? করুণাময়! যাঁহাকে তুমি তোমা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ। ঈশ্বর বলিলেন, মহাদেবি! যিনি আদিনাথ মহাকাল, দেবেশি! সর্ব্বমন্ত্রে তিনিই দীক্ষাগুরু, অন্য কেহ নহেন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য ঐন্দব (চন্দ্রমন্ত্র) মহাশৈব এবং সৌর এই সকল মন্ত্রেই তিনিই দীক্ষাগুরু, তাহাতে সংশয় নাই, পরমেশ্বরি! তিনিই সমস্ত মন্ত্রের বক্তা, অপর কেহ নহেন। নগনন্দিনি! শিষ্যের মন্ত্র প্রদানকালে মানবের দেহে সেই মহাকালের অধিষ্ঠান হয়, শঙ্করি! তজ্জন্যই মানবের গুরুত্ব ইহা নিঃসংশয়। দেবি! মন্ত্রদাতা নিজ শিরঃপদ্মে গুরুর যাদৃশ মূর্ত্তি ধ্যান করেন, শিষ্যও নিজ শীর্ষপঙ্কজে গুরুর সেই স্বরূপই ধ্যান করেন, অতএব মহেশ্বরি! গুরু শিষ্য উভয়ের নিকটেই গুরু পদার্থ এক। শঙ্করি! মনুষ্য গুরুর দেহে সেই পরমগুরুর অধিষ্ঠান হয় এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সেই মানবগুরুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তোমার আমার বাটীর মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমা গঠিত হইলেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরে যেমন সে প্রতিমা কৈলাসবাসিনীর মূর্ত্তি, তদ্রূপ পৃথিবীর এ দেশে ও দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও গুরুদেহ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি। দুর্গোৎসবাদি পূজায় যেমন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, শিষ্যের মন্ত্রদীক্ষাকালেও গুরুকে তদ্রূপ নিজদেহে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে

হয়। তুমি আমি যাহাকে গুরু বলিয়া বুঝি, গুরু যদি তাহাই হইবেন, তবে আর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কাহার ? আবার সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা কালেও গুরু “ অমুক উপাধিধারী, অমুক বর্ণবিশিষ্ট অমুক আকার আমার ” প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন না, তখন সেই জীবের শিরঃস্থিত সহস্রদল কমল মধ্যে সমাসীন কর্পূরকুন্দ শরদিন্দু-বিশদ শুভ্র সুন্দর বরাভয়করদ্বয় উদ্যদরুণবর্ণশক্তিসমালিঙ্গিত বামাঙ্গ পরম গুরুর প্রাণশক্তিই নিজপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আত্মসত্তা নিমজ্জিত করেন এবং সেই সত্তা লক্ষ্য করিয়া শিষ্যের ন্যায় তিনিও আপনি আপনাকে প্রণাম করেন। প্রতিমা যেমন দেবত্বের আধারযন্ত্র গুরুদেহও তাহাই। যদি গুরুর পার্থিব দেহকেই শাস্ত্র গুরু বলিয়া নির্দেশ করিতেন, তাহা হইলে সেই সেই আকৃতি অনুসারে প্রত্যেক গুরুর ধ্যান স্বতন্ত্র হইত। এই জন্য শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন “মুক্তির্ন জায়তে দেবি ! মানুষে গুরুভাবনাৎ” অর্থাৎ “ আমার গুরু অমুক এবং এই আকারের ” এই মনুষ্যরূপে গুরুভাবনা করিলে তাহাতে কখনও মুক্তি হইবে না। আপন বাড়ীর প্রতিমা খানি যেমন হইয়াছে, তাহাই জগদম্বার স্বস্বরূপ, ইহা চিন্তা করিলে যেমন আগামী বর্ষের বা পূর্ব্ববর্ষের প্রতিমা খানি তাঁহার অস্বরূপ হইয়া যায়, কেননা দুই খানি প্রতিমা কখনও একরূপ হয় না। আবার অন্যের বাড়ীর প্রতিমাতেও প্রকারান্তরে যেমন দেবত্ব নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, তদ্রূপ অমুক আকারের, অমুক উপাধিধারী যিনি, তিনিই আমার গুরু, এরূপ চিন্তা করিলেও “ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগ——— ” যিনি আমার নাথ তিনিই জগতের নাথ, যিনি আমার গুরু তিনিই জগতের গুরু, এ তত্ত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। তাই বুঝিতে হইবে, মূর্ত্তি যেরূপই কেন গঠিত না হউক, সমস্ত মূর্ত্তিতেই একমাত্র জগন্ময়ীর আবির্ভাব, তাই মূর্ত্তি সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অভিন্নরূপিণী মায়ের সত্তায় সমস্তই এক। তদ্রূপ গুরুর পার্থিব দেহ

সকল পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন গুরুতত্ত্বের স্বরূপে সমস্তই এক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" তাই সমস্ত তন্ত্রে গুরুর ধ্যান ও মন্ত্র একরূপ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রদীপশিখা হইতে প্রদীপান্তরের বর্ত্তিকা যেমন প্রজ্জ্বালিত করিয়া লওয়া হয়, গুরুদেহ হইতেও তদ্রূপ মন্ত্রময়ী দৈবশক্তিকে শিষ্যদেহে সংক্রামিত করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী প্রদীপের দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তি অথবা এই শক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অবস্থা অগ্নি স্বরূপের কিছু মাত্র তারতম্য বা পার্থক্য হয় না সকল প্রদীপেই অগ্নিপদার্থ এক, তদ্রূপ গুরুদেহেই হউক অথবা শিষ্যদেহেই হউক গুরুর স্বরূপ সর্ব্বত্রই এক। তবে গুরুদেহ হইতে যত দিন সে শক্তি শিষ্যদেহে সম্পূর্ণরূপে সংক্রামিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্তই গুরু-শিষ্য ব্যবহার, যতদিন সাধক তত দিনই শিষ্য। অতঃপর সিদ্ধাবস্থা, গুরু ও শিষ্য এই দ্বৈতভাবের অতীত, তখন এক অদ্বৈতরূপিণীর সত্তা ব্যতীত অন্য সত্তাই নাই। সুতরাং গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সুদূরপরাহত। মুক্তির স্বরূপ যেমন নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান, সিদ্ধির স্বরূপও তদ্রূপ অদ্বৈত-রূপে অবস্থান, কিন্তু সগুণ দেবতার উপাসনা ব্যতীত যেমন গুণাতীত মুক্তির অবস্থা অসম্ভব, তদ্রূপ গুরুর আরাধনা ব্যতীত অদ্বৈত জ্ঞানও অসম্ভব, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে॥

অখণ্ড মণ্ডলাকার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম চরাচর যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্মপদ যৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম। জ্ঞানময়ী অঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ জীবের চক্ষু যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে, সেই গুরুদেবকে প্রণাম।

যাঁহার প্রসাদে বিশ্বময় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হয়, তিনি মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইলেও স্বরূপতঃ মানব নহেন।

চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভের পর যখন জীবের শুভাদৃষ্ট দ্বার উদ্ঘাটিত হয় তখন স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বরই গুরুরূপে তাঁহার দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হয়েন। বুঝিতে হইবে অদৃষ্ট চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া তখন জীবকে সেই ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যে ক্ষেত্রে করুণাময় সদাশিব জীবগুরুরূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাই অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—শতবৎসরের চেষ্টাতেও যে গুরু চিরদুর্ল্লভ ছিলেন, ভাগ্যক্রমে অযত্নসুলভ অপ্রার্থিত রূপে তিনিই স্বয়ং প্রার্থী হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সৌভাগ্যশালী শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া যান। পার্থিব প্রজার সৌভাগ্যক্রমে তখন সেই বায়ু বহিতে থাকে, ঘোর অনাবৃষ্টির পরে যে বায়ু চক্রের আকর্ষণে আলোড়নে চঞ্চল হইয়া সলিলভরমন্থর নবমধুর জলদবৃন্দ নবাঙ্কুর-সমাচ্ছন্ন নিদাঘতাপতাপিত ক্ষেত্রের বক্ষঃ অজস্র বর্ষণে সন্তর্পিত করেন, সাধকের বিশাল হৃদয় সুশোভিত করিয়া সাধনের শস্যকাণ্ড সকল প্রস্ফুট কুসুমসৌরভ ও পরিণত ফলসৌন্দর্য্যভরে জগতের প্রাণ উন্মাদিত করে, জন্মান্তরের নিতান্তসাধনার অঙ্কুর না থাকিলে এ শুভ দিন প্রায়শঃই সমাগত হয় না। তাই অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ শিবমূর্ত্তি মহাপুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হইলেও দুরদৃষ্টশালী জীবের মস্তক তাঁহার চরণারবিন্দে প্রণত হয় না। জগদম্বার মোহিনী মায়ায় জীবের হৃদয় তখন এমনই অজ্ঞানভরে অভিভূত হইয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহার সে মূর্ত্তিতে দোষ ভিন্ন গুণদৃষ্টি কিছুতেই বিস্ফারিত হয় না। আবার জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত থাকিলে গুরুতত্ত্বে অনুরাগ এবং গুরুচরণে একান্ত ভক্তি স্বতএব উপস্থিত হইয়া থাকে, তাই ভগবান্ মহেশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—

কুলার্ণবে—

যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোত্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥ ১॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥ ২॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্গোচরো নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ ৩॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥ ৪॥
সদ্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধি র্লোকে সংসারীরবহি চেষ্টিতঃ॥ ৫॥

*   *   *   *

অত্রিনেত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদচতুর্ব্বাহুরচ্যুতঃ।
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥ ৬॥
নরবদ্দৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্ম্মণা
শিববদ্দৃশ্যতে লোকে ভবানি! পুণ্যকর্ম্মণা॥ ৭॥
শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্ঠন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি শুল্কাঃ সূর্য্যমিবোদিতং॥ ৮॥
গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
শিবরূপী গুরু র্নোচেদ্ ভুক্তিং মুক্তিং দদাতি কঃ॥ ৯॥
সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্ব্বতি।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী॥ ১০॥
দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশুপাশান্শেষতঃ।
ছিত্ত্বা পরপদং দেবি! নয়ত্যেব যতো গুরুঃ॥ ১১॥
সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্ত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্॥ ১২॥
যথা ঘটশ্চ কলসঃ কুম্ভশ্চৈকার্থবাচকঃ।

তথা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ॥ ১৩ ॥
যথা দেব স্তথা মন্ত্রো যথা মন্ত্র স্তথা গুরুঃ।
দেবমন্ত্র গুরূণাঞ্চ পূজায়াঃ সদৃশং ফলং ॥ ১৪ ॥
শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্লাতি পার্ব্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশনিকৃন্তয়ে ॥ ১৫ ॥

শিবের যাহা সূক্ষ্ম স্বরূপ তাহা সর্ব্বগামী [সর্ব্বব্যাপী] নিষ্কল উপমা অব্যয় ব্যোমাকার (নির্লিপ্ত) অনাদি অনন্ত। প্রিয়ে ! সেই নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে দ্বৈতজ্ঞানময় পূজার বিষয় হইবে ? ।১। এই জন্যই সেই পরম গুরু মানব-গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি ! সাধক তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্যক্ পূজা করিলেই তিনি ভোগ মোক্ষ উভয় প্রদান করেন। ২। দেবি ! যদিও আমি স্থূলরূপ পরিগ্রহে এই শিবমূর্ত্তিতে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়নগোচর হইবার যোগ্য নহে, তজ্জন্যই নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থা মনুষ্য-চর্ম্মে আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব স্বশিষ্য বর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গূঢ়রূপে ধরিত্রীমণ্ডলে পর্য্যটন করেন। ৪। কৃপানিধি সদাশিব সাধু ভক্ত গণের রক্ষার নিমিত্ত নিরহঙ্কার (করুণাময়) মূর্ত্তি অবলম্বনে লোকরাজ্যে সংসারের অতীত হইয়াও সংসারী পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করেন ॥ ৫ ॥ প্রিয়ে ! শ্রীগুরু অত্রিনেত্র [ত্রিনেত্র না হইয়াও] শিব, অচতুর্ব্বাহু [চতুর্ভুজ না হইয়াও] বিষ্ণু, অচতুর্ব্বদন [চতুর্ম্মুখ না হইয়াও] ব্রহ্মা ॥ ৬ ॥ ভবানি ! পাপের ফল প্রবল হইলেই সংসারে গুরুদেবকে নরবৎ বলিয়া বোধ হয় এবং পুণ্যফল প্রবল হইলেই তাঁহাকে শিববৎ বোধ হয় ॥ ৭ ॥ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মতত্ত্বস্বরূপ শ্রীগুরু চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও অন্ধ যেমন সূর্য্যদর্শনে চিরবঞ্চিত, তদ্রূপ হতভাগ্য জীবগণ তাঁহার স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয় ॥ ৮ ॥ গুরু যে সাক্ষাৎ সদাশিব ইহা নিঃসংশয় সত্য, কারণ গুরু শিবরূপী না

হইলে সাধকের ভোগ মোক্ষ প্রদান করে কে? ॥ ৯ ॥ পার্ব্বতি! দেব সদাশিব ও শ্রীগুরু, এই উভয়ের কিছু মাত্র পার্থক্য নাই, যে ইহাতে ভেদ জ্ঞান করিবে, সে পাতকগ্রস্ত হইবে ॥ ১০ ॥ দেবি! যে হেতু গুরুদেব উপদেষ্টার মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে জীবের পশুপাশরাশি ছেদন করিয়া পরব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত করেন ।১১। সর্ব্বানুগ্রহকারী করুণানিধি ঈশ্বর আচার্য্যরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মায়া-পাশবদ্ধ পশুবর্গকে দীক্ষা দ্বারা মুক্ত করেন ॥ ১২ ॥ ঘট কলস এবং কুম্ভ শব্দ যেরূপ এক পদার্থেরই বাচক, দেবতা মন্ত্র এবং গুরুশব্দও তদ্রূপ এক পদার্থেরই বাচক ॥ ১৩ ॥ যাহা দেবতার স্বরূপ, তাহাই মন্ত্রের স্বরূপ, যাহা মন্ত্রের স্বরূপ, তাহাই গুরুর স্বরূপ এই রূপে দেবতা মন্ত্র গুরু এই তিনের উপাসনার ফল এক ॥ ১৪ ॥ শিবরূপে অবস্থিত হইয়া আমি পূজা গ্রহণ করি এবং গুরুরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের ভবপাশ ছেদন করি ॥ ১৫ ॥

গুরুতন্ত্রে—

গুরোঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরোঃ স্তোত্রং গুরোর্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তি গুরোর্ভক্তির্ন্নৃণাং যদি ॥
জন্মভাগ্যবশাদ্দেবি! যেষাং সংজায়তে ক্বচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥
গুরোর্গেহে স্থিতঃ শিষ্যো যৎপুণ্যং সমুপাচরেৎ।
তৎপুণ্যমক্ষয়ং প্রোক্তং পুণ্যতীর্থে শতাধিকং ॥

গুরুর সেবা, গুরুর ধ্যান, গুরুর স্তোত্র, গুরুমন্ত্রজপ, গুরুর পূজা, গুরুর তৃপ্তি সাধন, এবং গুরু চরণে ভক্তি কদাচিৎ জন্মান্তর সঞ্চিত ভাগ্য বশতঃ যাঁহাদিগের সম্পন্ন হয়, দেবি! তাঁহাদিগেরই মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া শিষ্য যে পুণ্য উপার্জ্জন করেন, তাহা অক্ষয়, আবার সেই গুরুগৃহ যদি পুণ্যতীর্থ হয়, তবে সে পুণ্যও শতাধিক পরিবর্দ্ধিত হয়।

রুদ্রযামলে—

গুরুভক্ত্যাচ শক্রত্বং মদ্ভক্ত্যা শূকরো ভবেৎ।
গুরুভক্তেঃ পরং নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বতঃ॥

গুরুভক্তির দ্বারা জীব ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, কিন্তু আমার ভক্তি-দ্বারা শূকর হইবে, অর্থাৎ গুরুতে অভক্তি করিয়া যদি জীব ইষ্ট-দেবতার ভক্ত হয়, তবে তাহার শূকরত্ব লাভ হইবে। স্বরূপতঃ কোন শাস্ত্রেই গুরুভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ আর নাই।

অপিচ—

ধিগ্ ধনং ধিগ্ বলং তেষাং ধিক্কুলং ধিগ্ বিচেষ্টিতং।
যেষাং নোৎপদ্যতে ভক্তি র্গুরুদেবে মহেশ্বরি!॥

মহেশ্বরি! ধিক্ তাহাদিগের ধনে, ধিক্ তাহাদিগের বলে, ধিক্-তাহাদিগের কুলে, ধিক্ তাহাদিগের কর্ম্মকাণ্ডে, গুরুদেবের প্রতি যাহাদিগের ভক্তির উদয় না হয়।

যোগিনীতন্ত্রে—

গুরোঃ স্থানং হি কৈলাসং গৃহং চিন্তামণেগৃর্হং।
বৃক্ষালী কল্পবৃক্ষালী লতা কল্পলতা স্মৃতা॥
জলখাতং সর্ব্বগঙ্গা সর্ব্বং পুণ্যময়ং শিবে!।
গুরুগেহে স্থিতা দাস্যো ভৈরব্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ভৃত্যা ভৈরবরূপাশ্চ ভাবয়েন্মতিমান্ সদা।
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন গুরোঃ স্থানং মহেশ্বরি॥
প্রদক্ষিণীকৃতা তৈন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।

গুরুর নিবাসস্থান কৈলাসধাম, গুরুর গৃহ চিন্তামণি গৃহ, গুরুভবন-স্থিত বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষ, লতা সমস্ত কল্পলতা, জলখাত সমস্ত গঙ্গা, শিবে অধিক আর কি বলিব, সেই পুণ্যময় ধামে সমস্তই পুণ্যময়। গুরুর গৃহে অবস্থিত দাসী সমস্ত ভৈরবী স্বরূপা ভৃত্যবর্গ ভৈরবরূপ, মতিমান্ সাধক সর্ব্বদা এই রূপে গুরুর স্বরূপ চিন্তা করিবেন। মহেশ্বরি!

গুরু স্থানকে যিনি একবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

বিশ্বসারতন্ত্রে—

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকং।
গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্মতত্ত্বচঃ॥

গুরুর নিবাস স্থান কাশীক্ষেত্র, তাঁহার চরণোদক স্বয়ং জাহ্নবী, গুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্রই স্বয়ং তারক ব্রহ্ম।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ কৃপা॥

গুরুর মূর্ত্তি ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্মই পূজার মূল, গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল, এবং গুরুর কৃপাই সিদ্ধির মূল।

মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি!॥

মুনিগণ, পন্নগগণ, অথবা সুরগণ কর্ত্তৃকও যদি সাধক অভিশপ্ত হয়েন, অথবা অপরিহার্য্য কালমৃত্যুভয়ও যদি উপস্থিত হয়, পার্ব্বতি! এ ঘোর সঙ্কট সময়েও একমাত্র গুরুই সাধককে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দানং গুরুস্তপঃ॥
গুরুরগ্নি র্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই স্বয়ং দেব মহেশ্বর। গুরুই তীর্থ, গুরুই যজ্ঞ, গুরুই দান, [দানজন্যপুণ্যরূপ] গুরুই তপস্যা, গুরুই অগ্নি, গুরুই সূর্য্য, নিখিল জগৎ সমস্তই গুরুময়।

কিং দানেন কিং তপসা কিমন্যতীর্থসেবয়া।

শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ ॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যেতু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তিহি সন্ততং ॥

দানের দ্বারা কি, তপস্যার দ্বারা কি, তীর্থসেবার দ্বারাই বা অন্য পুণ্য কি উপার্জ্জিত হইবে ; শ্রীগুরুর চরণ দ্বয় যিনি পূজা করিয়াছেন, ত্রিজগৎ তাঁহারই পূজিত হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে যত তীর্থ অধিষ্ঠিত আছেন, শ্রীগুরুর চরণাম্বুজতলে সে সমস্ত তীর্থই নিরন্তর নিবাস করিতেছেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌতিকাঃ ॥
এতে চান্যেচ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে।
শ্রীগুরোস্তৃপ্তিমাত্রেণ তৃপ্তিরেষাঞ্চ জায়তে ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং পরমেশ্বরী পার্ব্বতী ইন্দ্রাদি দেবগণ যক্ষাদি দেবযোনিগণ, পিতৃদেবতাগণ, গঙ্গাদি সমস্ত পুণ্যনদী, সমস্ত গন্ধর্ব্ব এবং সর্পজাতি, এতদ্ভিন্ন যাহাকিছু স্থাবর ও জঙ্গম, এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয় সমস্ত পর্ব্বত, এই সমস্ত, এবং এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অবস্থিত, গুরু কলেবরে সে সমস্তই নিত্য অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুর তৃপ্তি মাত্রেই ইহাদিগের তৃপ্তি সাধিত হয়।

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ।
নগুরোরধিকো মন্ত্রো নগুরোরধিকং ফলং ॥
ন গুরোরধিকা দেবী নগুরোরধিকঃ শিবঃ।
নগুরোরধিকা মূর্ত্তি র্নগুরোরধিকোজপঃ ॥

শাস্ত্র গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, তপস্যা গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, মন্ত্র গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, মন্ত্রজন্যফলও গুরু অপেক্ষা

অধিক নহেন, স্বয়ং দেবীও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, শিবও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, গুরুমূর্ত্তি অপেক্ষা কোন মূর্ত্তিও অধিক নহেন, গুরু অপেক্ষা কোন জপও অধিক নহে; অর্থাৎ একমাত্র গুরুসাধনেই এই সমস্ত সাধন সিদ্ধ হয় এই জন্যই যামলে কথিত হইয়াছে।

গুরুরেকঃ শিবঃ প্রোক্তঃ সোঽহং দেবি! নসংশয়ঃ।
গুরু স্ত্বমপি দেবেশি! মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে॥
অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নহি ভেদঃ প্রজায়তে।
কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ো গুরুঃ সদা॥
কদাচিৎ হৃদয়াম্ভোজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচরে।

একমাত্র শিবই গুরুস্বরূপ এবং আমি সেই শিবস্বরূপ, দেবেশি! তুমিও গুরুস্বরূপ, মন্ত্রও গুরুস্বরূপ এই জন্য মন্ত্রে গুরু-দেবে এবং ইষ্ট দেবতার কখনও ভেদ হয়না। কদাচিৎ সেই গুরু-দেবকে নিজ শিরঃস্থিত সহস্রার পদ্মে ধ্যান করিবে, কদাচিৎ হৃদয়া-ম্ভোজে ইষ্ট দেবতা রূপে ধ্যান করিবে, এবং কদাচিৎ দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ গুরুর পার্থিব দেহে তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষাশিক্ষা প্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥
যন্মুখাত্তু মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেঽভ্যস্যতেঽপিবা।
সগুরুঃ পরমোজ্ঞেয়স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী॥

শিক্ষা এবং দীক্ষা ভেদে গুরু দ্বিবিধ কথিত হইয়াছেন। প্রথমে দীক্ষাগুরু, এবং শেষে শিক্ষাগুরু অর্থাৎ যাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা মাত্র গ্রহণ করা যায় তিনিই দীক্ষাগুরু এবং দীক্ষার অনন্তর যাঁহার নিকটে সমাধিধ্যান ধারণা জপ স্তব কবচ পুরশ্চারণ মহাপুরশ্চারণ এবং বিশেষ বিশেষ সাধনা ইত্যাদি শিক্ষা করা যায় তিনিই শিক্ষাগুরু। এই উভয়ের মধ্যে যাঁহার নিকটে ইষ্টদেবতার মহামন্ত্র শ্রুত এবং অভ্যস্ত

হইয়াছে তিনিই পরমগুরু এবং তাঁহার আত্মাই সিদ্ধির মূল। প্রকার-ভেদে এই গুরুতত্ত্বই কুলাগমে ষড়্‌বিধরূপে কথিত হইয়াছে।

যথা—

প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকোদর্শকস্তথা।
শিক্ষকো বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥
পঞ্চৈতে কার্য্যভূতাঃ স্যুঃ কারণং বোধকো ভবেৎ।

যিনি সাধনার এবং দীক্ষাগ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া প্রেরণা করেন, তিনি প্রেরক, যিনি সাধনা এবং সাধ্য বিষয়ের উদ্বোধের সূচনা করেন, তিনি সূচক, যিনি সাধনা এবং সাধ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তিনি বাচক, যিনি সাধনা এবং সাধ্যতত্ত্বকেই ইদন্তারূপে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে প্রদর্শন করেন, তিনি দর্শক, যিনি সেই সাধ্য এবং সাধনাতত্ত্বের শিক্ষাপ্রদান করেন তিনি শিক্ষক, যিনি হৃদয়গ্রন্থি ভেদ-করিয়া সাধনা এবং সাধ্যতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করেন তিনি বোধক, এই ষড়্‌বিধরূপে গুরুকে অবগত হইবে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চ প্রকার গুরুই কার্য্য স্বরূপ এবং শেষোক্ত বোধক গুরুই কারণ স্বরূপ অর্থাৎ বোধক গুরুপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকে প্রেরণা, সূচনা, বাচনা, প্রদর্শন ও শিক্ষা সমস্তই বিফল, প্রত্যুত ইহপরলোকে বিষম বিপদের নিদান। তাই ভগবান্ ভূতভাবন বলিয়াছেন—

পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ।
অতএব মহেশানি! যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ॥

এই সাধনাশাস্ত্র কেবল গুরুমূলক, ইহাতে গুরুভিন্ন অন্য কেহ কল্যাণকর প্রভু নহেন। [অর্থাৎ অকল্যাণকর প্রভু অনেকেই হইতে পারেন]। মহেশ্বরি! অতএব সাধক যত্নপূর্ব্বক গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

রুদ্রযামলে—

গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদিবিলোকনাৎ।
জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি ॥
নমাতা নপিতা ভ্রাতা তস্য কো বা গতিঃ প্রিয়ে।
গুরুরেকো বরারোহে! পাপং নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥
গুরুং বিনা যতস্তন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন।
অতএব প্রযত্নেন গুরুঃ কর্ত্তব্য উত্তমঃ ॥

গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে যে মূঢ় পুস্তকাদির অবলোকনে জপ-নিয়মাদির আরম্ভ করে, পরমেশ্বরি! কেবল পাপলাভই তাহার ফল। কি মাতা, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। বরারোহে! একমাত্র গুরুই কেবল ক্ষণ মধ্যে তাহার সেই পাপরাশি বিনাশনে সমর্থ। গুরু ব্যতিরেকে যে হেতু তন্ত্রশাস্ত্রে কোন প্রকারেই অধিকার নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে উত্তম পুরুষকে গুরু করিবে।

গুরুতন্ত্রে—

গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টাচ সুন্দরী ॥
অতো গুরুর্মহেশানি! সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
কর্ত্তা পাতাচ হর্ত্তাচ গুরু র্মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥

গুরু সন্তুষ্ট হইলে স্বয়ং শিব সন্তুষ্ট হয়েন, গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিলোচন রুষ্ট হয়েন, গুরু তুষ্ট হইলে সর্ব্বমঙ্গলা তুষ্টা হয়েন, এবং গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিপুরসুন্দরী রুষ্টা হয়েন অতএব মহেশ্বরি! গুরুই সংসার সাগর নিস্তারে একমাত্র কর্ত্তা, রক্ষয়িতা, সংহর্ত্তা, এবং গুরুই মোক্ষপ্রদায়ক।

সাধক এক্ষণে বুঝিয়া লইবেন—উক্ত বচন পরম্পরায় গুরুতত্ত্ব শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা মানবতত্ত্ব কি দেবতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব

কি ব্রহ্মতত্ত্ব ? মানবদেহে সেই ব্রহ্মরূপ গুরুশক্তির আবির্ভাব হয়, এই অপরাধেই যদি গুরুদেব মানব হইয়া যান, তাহা হইলে ত মৃন্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত দেবতারও মৃত্তিকা বা পাষাণ হইয়া যাইবার কথা। বস্তুতঃ যাহা গুরুর গুরুত্ব, তাহা ত অখণ্ড পূর্ণব্রহ্মত্ব। মৃত্তিকায় হউক পাষাণে হউক ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্বব্যাপী, তাহা কোথাও পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে। জড় মৃত্তিকা বা পাষাণেও যাহা পরিচ্ছিন্ন হয় না, সচেতন মানবে তাহা পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা বড়ই অসম্ভব কথা। ফলতঃ সাধক নিজসাধনা প্রভাবে জড় মৃন্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিতে চিৎশক্তিকে জাগরুক করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি সাধকশ্রেণীতে পরিগণিতও নহেন, সাধনার অধিকারপ্রার্থী মাত্র তখন তাঁহার পক্ষে সে মৃন্ময় মূর্ত্তি কখনও মৃন্ময় ভিন্ন চিন্ময় নহে, তাই সে শক্তি লাভ করিবার জন্য তখন সচেতন অচেতন বিচার করিবার প্রয়োজন, সচেতন মধ্যেও সেই সচেতন প্রয়োজন যে সচেতন নিজ চেতনার উৎকট প্রভাবে অন্য অচেতনকেও সচেতন করিয়া দিতে পারেন. তাই গুরুকরণে শাস্ত্রে পাত্রাপাত্রের বিচার বিহিত হইয়াছে, অন্যথা মানবশক্তিই যদি গুরুশক্তি হইতেন,তাহা হইলে মানব মাত্রকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইত, তাহার জন্য আর এত অন্তঃশক্তি বহিঃশক্তি পরীক্ষা করিবার আবশ্যক ছিল না।

কুলাগমে—

তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তত্ত্বজ্ঞাস্তে ন সংশয়ঃ।
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি ! তে পশবঃ স্মৃতাঃ।
অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েন্নৌর্হি ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা উপদিষ্ট, তাঁহারাও তত্ত্বজ্ঞ হয়েন ইহা নিঃসংশয়। পশুগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা উপদিষ্ট, দেবি ! তাঁহারাও পশু বলিয়াই জ্ঞেয়, কারণ অভিজ্ঞ [বিদ্বান্] ব্যক্তি মূর্খকে উদ্ধার

করিতে পারেন, কিন্তু মূর্খ কখনও মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারেনা, যেমন নৌকা, শিলাকে নদীর পর পারে উত্তীর্ণ করিতে পারে, শিলা কখনও শিলাকে পার করিতে পারে না। যিনি নিজে কখনও যে পথে পদার্পণ করেন নাই, তিনি কখনও অন্যকে সে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি কোন এক পথে গমন করিয়া সে পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সকল পথের শেষ গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইয়াছেন, তিনি সেই সকল পথের মূল কেন্দ্র স্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক পথের যাত্রীকেই আহ্বান করিয়া নিজস্থানে পৌঁছাইতে পারেন। তাই শাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছেন—

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥
গাণপে গাণপঃ খ্যাতঃ কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥

শক্তিমন্ত্র বিষয়ে শাক্ত গুরু প্রশস্ত, শিবমন্ত্রে শৈব গুরু প্রশস্ত, বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণব গুরু প্রশস্ত, সূর্য্যমন্ত্রে সৌর গুরু প্রশস্ত, গণপতি-মন্ত্রে গাণপত্য গুরু প্রশস্ত, এবং কৌল গুরু এই সমস্ত মন্ত্র বিষয়েই সুপ্রশস্ত। অতএব জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বান্তঃকরণে কৌলের নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যে হেতু—

পশোর্ব্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাচ্চ ব্রহ্মবিদ্ ভবেৎ॥

পশু [পশ্বাচার] গুরুর মুখ হইতে যিনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও পশু ইহা নিঃসংশয়। বীর [বীরাচার] গুরু হইতে যিনি লব্ধমন্ত্র, তিনিও বীর এবং কৌল [কুলাচার] গুরু হইতে যিনি লব্ধমন্ত্র, তিনি ব্রহ্মবেত্তা হইবেন।

বৃহন্নীলতন্ত্রে ।

শৈবোঽপি পরবিদ্যানামুপদেষ্টা ন সংশয়ঃ ।
বৈষ্ণবৈঃ স্বমতস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং সতাং ॥
গাণপত্যস্তু দেবেশি ! গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ ।
শৈবে শাক্তে চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ ।
কৌলস্তস্মাৎ প্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥

শৈবও নিঃসংশয়রূপে অন্যমন্ত্রের উপদেষ্টা হইবেন ; বৈষ্ণব নিজ-মতাবলম্বী (বৈষ্ণব) গণের উপদেষ্টা হইবেন ; সৌর সৌরগণের উপদেষ্টা হইবেন, গাণপত্য গণপতিবিষয়ক দীক্ষার প্রবর্ত্তক হইবেন। এবং শৈব শাক্ত ইত্যাদি সকল বিষয়েই কৌলগুরু দীক্ষাস্বামী হইবেন, অতএব প্রযত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রয় করিবেক।

সারদাতিলকে—

মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥
পরোপকারনিরতো জপপূজাদিতৎপরঃ ।
অমোঘবচনঃ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
যোগমার্গার্থসন্ধায়ী দেবতাহৃদয়ঙ্গমঃ ।
ইত্যাদিগুণসম্পন্নো গুরুরাগমসম্মতঃ ॥

পিতৃকুল এবং মাতৃকুল হইতে যিনি শুদ্ধদেহ, শুদ্ধভাব, জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত তন্ত্রের সারজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, পরোপকারে নিয়ত, জপ-পূজাদি অনুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী, অথবা নিজ তপঃ প্রভাবে অব্যর্থ-বাক্য, শান্ত, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী যোগমার্গের তত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং নিজহৃদয়ে দেবতার আবির্ভাব বিশিষ্ট ইত্যাদি গুণসমূহে যিনি সম্পন্ন, তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত গুরু।

বিশ্বসারতন্ত্রে—

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা ।

সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ ॥
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে।

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশ্বাসশালী, দক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, সুবাক্য সুন্দর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, কুলীন [কুলাচার] শুভদর্শন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ, প্রশান্তহৃদয়, পিতা মাতার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত, নিজ কর্ত্তব্য সর্ব্বকর্ম্মে পরায়ণ, আশ্রমী এবং দেশস্থায়ী এতাদৃশ গুরুই শাস্ত্র-বিহিত। ব্রাহ্মণবিশেষণের বিশেষ নির্দ্দেশ হেতু এস্থানে বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন না।

ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে —

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদিদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাৎ তেন কার্য্যশ্চ শূদ্রে নিত্যমনুগ্রহঃ ॥

সর্ব্বকালের অভিজ্ঞাতা ব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণেরই মন্ত্রদীক্ষা প্রদানরূপ অনুগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহার অভাবে অপেক্ষিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবদ্ভাবময় ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য শূদ্রজাতিকে অনুগ্রহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় গুরুরও যদি অভাব হয় তবে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইলে বৈশ্যও শূদ্রের প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করিতে পারেন্। শূদ্র অন্যজাতির দূরে থাক্, স্বজাতিরও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং।

শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥

শূদ্র যদি শূদ্রমুখ হইতে বিদ্যা বা মহামন্ত্রকে শ্রবণ বা গ্রহণ করেন,

তাহা হইলে তিনি পরলোকে নরকে গমন করিবেন এবং ইহলোকে নিয়ত দুঃখভোগ করিবেন।

বাসুদেবরহস্যে—

শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
কোটিবংশান্ সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি॥
অপি দাতৃগ্রহীত্রোর্বা দ্বয়োরপি সমং ফলং।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি অক্ষরং চাক্ষরং প্রতি॥

শূদ্র যদি শূদ্রমুখ হইতে বিদ্যা বা মন্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজবংশস্থ কোটিপুরুষকে সঙ্গে করিয়া রৌরব নরকের অভিমুখে যাত্রা করেন এতাদৃশ মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্রগৃহীতা উভয়েই সমান ফলভাগী হইবেন। দানে এবং আদানে উভয়কেই অক্ষরে অক্ষরে ব্রহ্মহত্যা স্পর্শ করিবে।

জ্ঞানানন্দতরঙ্গিন্যাম্—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নচ শূদ্রঃ কদাচন।
উভয়োর্নরকং দেবি! ত্রিকোটীকুল সংযুতং॥

শূদ্র কখনও শূদ্রকে মন্ত্র প্রদান করিবেন না, যদি করেন তবে মন্ত্রদাতা এবং গৃহীতা উভয়েই নিজ নিজ ত্রিকোটিকুলের সহিত নরক বাস করিবেন।

কামধেনুতন্ত্রে—

যদ্দেশে বিদ্যতে শূদ্রঃ পাতকী মন্ত্রবিক্রয়ী।
তদ্দেশং পতিতং মন্যে তস্য রাজাচ পাতকী॥
স কথং চঞ্চলাপাঙ্গি! জিহ্বায়াং প্রজপেন্নরঃ।
তস্য জিহ্বা বরারোহে! মূত্রশোণিতবিড়্‌যুতা॥
তন্মুখং মূত্রবিড়্‌ কূপমন্নং বিষ্ঠাময়ং সদা।
তজ্জলং শোণিতং সাক্ষাৎ চণ্ডালসমজাতিষু॥
আলোক্য তন্মুখং তীর্থং তৎস্থানং ত্যজ্য গচ্ছতি।

তীর্থাঃ কোটিঃ পলায়ন্তে দৃষ্ট্বা তন্মুখমণ্ডলম্ ॥
গঙ্গাজলং পরিত্যজ্য দ্রুতং স্বস্থানমাপ্নুয়াৎ।
মহাপাতকিনো যে যে ব্রহ্মহত্যাদি সংযুতাঃ ॥
ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গা তান্ পুনাতি ন সংশয়ঃ।
মন্ত্রবিক্রয়িণং শূদ্রং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্রবিক্রয়কারী পাতকী শূদ্র যে দেশে বাস করে, সেই দেশ পতিত এবং তাহার রাজাও পাতকগ্রস্ত হইবেন। চঞ্চলাপাঙ্গি! সেই মহাপাপী কিরূপে জিহ্বায় মন্ত্র উচ্চারণ করিবে? বরারোহে! তাহার জিহ্বা মল মূত্রশোনিতপূর্ণা। তাহার মুখ বিন্মূত্ররূপ, তাহার অন্ন বিষ্ঠাময়, তাহার জল সাক্ষাৎ শোনিত এবং সে ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডালসদৃশ। তাহার মুখদর্শন করিলে গঙ্গা নিজজল এবং অন্যান্য কোটি তীর্থ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। যে সকল মহাপাতকী ব্রহ্মহত্যাদি পাপেও সংলিপ্ত, ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা নিঃসংশয় তাহাদিগকেও পবিত্র করেন, কিন্তু মন্ত্রবিক্রয়ী শূদ্রকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গুরুলক্ষণে যে " আশ্রমী " বিশেষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গৃহস্থাশ্রমবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। কুলার্ণব তন্ত্রে গুরুলক্ষণে কথিত হইয়াছে—" সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তাচ গৃহস্থো গুরু রুচ্যতে " গুরু সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা এবং গৃহস্থ হইবেন। " দেশস্থায়ী " বিশেষণেরও উদ্দেশ্য এই যে, গুরু অন্যদেশস্থ হইলে তাঁহার নিকটে নিয়ত উপদেশাদি গ্রহণ এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা শিষ্যের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে।

গুরু বিচার।

যোগিনীতন্ত্রে—

পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা মাতামহস্যচ।

সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্যচ।

পিতার নিকটে, মাতামহের নিকটে, কনিষ্ঠ সহোদরের নিকটে এবং শত্রুপক্ষাশ্রিত গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না।

গণেশবিমর্ষিণ্যাং—

যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষাচ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িনী

যতির নিকটে, পিতার নিকটে, বনবাসীর নিকটে এবং সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সে দীক্ষা সাধকের কল্যাণদায়িনী নহে।

রুদ্রযামলে—

ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং নচ দীক্ষয়েৎ।
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি স্তদা পত্নীঃ প্রদীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে! নচ সা পুত্রিকা ভবেৎ।
মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।

ভর্ত্তা পত্নীকে দীক্ষিতা করিবেন না, পিতা, কন্যা এবং পুত্রকে দীক্ষিত করিবেন না, এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবেন না; কিন্তু পতি যদি সিদ্ধমন্ত্রবিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি পত্নীকে নিজ শক্তি স্বরূপে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন, তাহাতে গুরুর মন্ত্রদানজন্য পিতৃত্ব এবং শিষ্যার মন্ত্রগ্রহণজন্য কন্যাত্ব হইবেনা। [নিজ শক্তি-স্বরূপে দীক্ষা প্রদানের বিধানহেতু পতি কর্ত্তৃক পত্নীর দীক্ষা কেবল বীরাচারে এবং কৌলাচারেই বুঝিতে হইবে, পশ্বাচারাদিতে এরূপ দীক্ষা বিহিত নহে। কারণ পশ্বাচারাদিতে শক্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই]। মন্ত্রস্থ বর্ণসকল দেবতা স্বরূপ এবং দেবতা স্বয়ং গুরু-রূপিণী অতএব সাধক সাধিকা যদি নিজ কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই মন্ত্র দেবতা এবং গুরুদেবে ভেদজ্ঞান করিবেন না।

সিদ্ধিযামলে—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে!
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণং।

প্রিয়ে! ভাগ্যবশতঃ সাধক নিজে যদি সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করেন, তাহা হইলে গুরু বিচার ত্যাগ করিয়া তিনি সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন।

যামলে—

নপত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ॥
শক্তিত্বেন বরারোহে! নচ সা কন্যকা ভবেৎ।
পিতা তথাবিধঃ পুত্রং তদা দীক্ষাং সমাচরেৎ॥
ভ্রাতা সিদ্ধমনুর্ভূয়াদ্ গুরোর্ভ্রাতুস্তু শক্তিতঃ।
সিদ্ধমন্ত্রে নরঃ সর্ব্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ॥

ভর্ত্তা পত্নীকে দীক্ষিত করিবেন না, পিতা কন্যাকে দীক্ষিত করিবেন না, কিন্তু পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হয়েন, তাহা হইলে তিনি নিজ শক্তি স্বরূপে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, তাহাতে দীক্ষিতা কন্যা স্থানীয়া হইবেন না। পিতা তদ্রূপ সিদ্ধমন্ত্র হইলে পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন; ভ্রাতাও তথাবিধ ভ্রাতার নিকটে দীক্ষিত এবং তাঁহার প্রভাবে সিদ্ধমন্ত্র হইতে পারেন; যেহেতু সিদ্ধমন্ত্রের দীক্ষা প্রদানে এবং গ্রহণে সমস্ত অযোগ্যই যোগ্যতায় পরিনীত হয়। সিদ্ধ মন্ত্র বলিতে "যাঁহার মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে" এরূপ অর্থ নহে, এ স্থলে সিদ্ধমন্ত্র পারিভাষিক—যথা—

ক্রমচন্দ্রিকায়াং—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
দীক্ষিতা স্তাসু যে নিত্যং সিদ্ধমন্ত্রাংস্তু তান্ বিদুঃ।

কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা, ইহাঁদিগের মন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধমন্ত্র।

কালীকল্পে—

সিদ্ধবিদ্যা মহাদেবি! যদি ত্রৈপুরুষং ভবেৎ।
সা এব পরমা বিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥

মহাদেবি! যদি ত্রৈপুরুষ [প্রপিতামহ পিতামহ পিতা এই ত্রিপুরুষ পরম্পরায় উপাসিত] মন্ত্র হয়, তাহা হইলে সে মহামন্ত্র সিদ্ধ মন্ত্র হইবে।

মৎস্যসূক্তে—

নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি।

পিতৃদত্ত মন্ত্র অন্য বিষয়ে নির্ব্বীর্য্য হইলে শৈব ও শাক্ত বিষয়ে দূষিত হইবে না।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিশেষ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপাত্র হইলে তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিতে পিতার অধিকার আছে, যথা—মৎস্য-সূক্তে—নিজ কুলতিলকায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় দদ্যাৎ। শ্রীক্রমে—মন্ত্র র্বিদ্যা দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে। ইত্যাদি।

স্ত্রীগুরু।

রুদ্রযামলে—

সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না জাপিকা পদ্মলোচনা।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা ॥

শাক্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাস্যা সর্ববুদ্ধিগা।
অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী প্রিয়া॥
গুরুরূপা শক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরূপিণী।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সাহি বিধবা পরিবর্জ্জিতা॥
স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা।
পুত্রিণী বিধবা গ্রাহ্যা কেবলানন্দকারিণী॥
সিদ্ধমন্ত্রং যদি তদা গৃহ্লীয়াদ্বিধবা মুখে।
কেবলং সুফলং তত্র মাতুরষ্টগুণং স্মৃতং॥
সধবা স্বপ্রবৃত্ত্যাচ দদাতি যদি তন্মনুং।
তত্রাষ্টগুণমাপ্নোতি যদি সা পুত্রিণী সতী॥
যদি মাতা স্বীয়মন্ত্রং দদাতি তনুজায় চ।
তদাষ্টসিদ্ধিমাপ্নোতি ভক্তি মার্গে ন সংশয়ঃ॥
তদেব দুর্ল্লভং দেবি! যদি মাত্রা প্রদীয়তে।
আদৌ ভুক্তিং ততো মুক্তিং সংপ্রাপ্য কামরূপধৃক্।
সহস্র কোটি বিদ্যার্থং জানাতি নাত্র সংশয়ঃ॥
স্বপ্নে বা যদি বা মাতা দদাতিচ স্বমন্ত্রকং।
পুনর্দ্দীক্ষাং সোপি কৃত্বা দানবত্বমবাপ্নুয়াৎ॥
যদি ভাগ্যবশেনৈব জননীচ্ছানুবর্ত্তিনী।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র মন্ত্রং বিচারয়েৎ॥

সাধ্বী সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া সমস্ত মন্ত্রের অর্থ এবং তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞা, সুশীলা ইষ্টদেবতার পূজনরতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নিয়ত জপপরায়ণা পদ্মলোচনা রত্নালঙ্কারসংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা শান্তা কুলীনা [কুলাচাররতা] কুলজা [কৌলবংশজাতা অথবা সৎকুল-জাতা] চন্দ্রাস্যা নিখিল বুদ্ধিবৃত্তির অভিজ্ঞা অধিকগুণসম্পন্না এতাদৃশী স্ত্রী গুরুপদের যোগ্যা হইবেন। তাঁহার উপাসনাতেই সাধন-শক্তি, ও তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বিধবা হইলে তাঁহার

নিকটে দীক্ষিত হইবে না, স্ত্রীগুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত, বিশেষতঃ মাতার নিকটে দীক্ষিত হইলে তাহাতে অষ্টগুণ অধিক ফল হইবে। বিধবা যদি পুত্রবতী হয়েন তবে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। সিদ্ধ মন্ত্র হইলে সাধারণতঃই বিধবার নিকটে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কেবল শাস্ত্রোক্ত ফল মাত্র লাভ হইবে, কিন্তু মাতার নিকটে বিশেষ এই যে তাহাতে অষ্টগুণ ফল হইবে। দীক্ষার প্রার্থনা ব্যতিরেকে কেবল নিজ প্রবৃত্তি বশতঃ পুত্রবতী সতী সধবা যদি সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলেও তাহাতে সাধারণ দীক্ষা অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ফল হইবে। মাতা যদি পুত্রকে নিজ উপাস্য মন্ত্র প্রদান করেন এবং পুত্র যদি তাহাতে ভক্তিমান হয়েন, তাহা হইলে নিঃসংশয় অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। দেবি! মাতার নিজ মন্ত্রে দীক্ষাই দুর্লভ, কিন্তু যদি মাতা নিজ মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলেই সাধক স্বেচ্ছাশরীরধারী হইয়া প্রথমে ভোগ এবং পরে মুক্তি লাভ করেন, সহস্রকোটি মন্ত্রের অর্থে তাঁহার নিঃসংশয় অভিজ্ঞতা জন্মে। স্বপ্নে মাতা যদি নিজ মন্ত্র প্রদান করেন, অতঃ পর পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিলে সাধক দানবজন্ম লাভ করিবেন। ভাগ্য বশতঃ জননী যদি পুত্রের প্রার্থনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন, সে স্থলে আর মন্ত্রবিচারের প্রয়োজন নাই। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রেও গুরু বা মন্ত্রের বিচার নাই।

রুদ্রযামলে—

স্বপ্নেতু নিয়মো নাস্তি দীক্ষায়াং গুরু শিষ্যয়োঃ।
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে গুরু ও শিষ্যের বিচার নাই। স্বপ্নে যদি মন্ত্র লাভ করা যায় এবং সেই মন্ত্র যদি স্ত্রীদত্ত হয়, তাহা হইলে সংস্কার দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইবে। গুরুকরণ ব্যতিরেকে কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না, এ জন্য স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে ও ঘটে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কুঙ্কুম দ্বারা

বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া গ্রহণ করিবে।

যোগিনীতন্ত্রে—

স্বপুলকেতু কলসে গুরোঃ প্রাণান্নিবেদয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভং
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা বিফলং ভবেৎ। ইত্যাদি।

শ্রীগুরুর ধ্যান মন্ত্র স্তব কবচাদিও স্বতন্ত্র। সাধকবর্গ মাতৃকাভেদ এবং গুপ্ত সাধন প্রভৃতি তন্ত্র হইতে তাহা অবগত হইবেন।

গুরু বিচারে গুরুর বাহ্যলক্ষণ শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহারই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথা মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল, এতদ্ভিন্ন, কুলার্ণব কামাখ্যা রুদ্রযামল প্রভৃতিতে গুরুর যে সমস্ত অন্তর্লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে আমরা তাহা স্পর্শও করিলাম না, কারণ সে সকল গুরু-গভীর তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আর একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে, দ্বিতীয়তঃ তাহার সকল কথা সাধারণে প্রকাশ করিবারও নহে—তৃতীয়তঃ আজ্ কালকার শিষ্য সম্প্রদায় সে সকল কথার অর্থ বুঝিয়া গুরু বিচার করিবেন, এ আশা দূরে থাক্, গুরুবর্গও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল; সুতরাং অনর্থক অবৈধ পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন।

গুরুকুল ও কুলগুরু।

যোগিনীতন্ত্রে—

পশুমন্ত্র প্রদানেতু মর্য্যাদা দশ পৌরুষী।
বীরমন্ত্র প্রদানেতু পঞ্চবিংশতি পৌরুষী॥
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎ পৌরুষী মতা।
ব্রহ্মযোগ প্রদানেতু মর্য্যাদা শতপৌরুষী॥

পশ্বাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে গুরুকুলে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মর্য্যাদা, বীরাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে পঞ্চবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে

আবার মহাবিদ্যাবিষয়ক মন্ত্র হইলে সমস্ত মহাবিদ্যাতেই পঞ্চাশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মযোগ প্রদানে শত পুরুষ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ পাপমোহিতঃ
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং।

পাপমোহিত হইয়া শিষ্য যদি পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করেন, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত তিনি ঘোর নরক বাস করিবেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—

তস্মাদ্‌গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োল্পমপি পণ্ডিতং
গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঃ কুলং।

সেই হেতু গুরুবংশজাত বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষও যদি পণ্ডিত হয়েন, তবে গুরুকুলে বিচার না করিয়া তাঁহাকেই দীক্ষাকার্য্যে গুরুত্বে বরণ করিবে। অনেকতন্ত্রেই গুরুকুলের এইরূপ অপরিহার্য্যতা নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু কালপ্রভাবে সেই নির্দেশই আর্য্যসমাজের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ নির্দ্দেশ সর্ব্বনাশের হেতু নহে। সর্ব্বনাশের হেতু কেবল গুরুকুলের আত্মম্ভরিতা এবং শিষ্য কুলের মূর্খতা। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রোভয়ত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ, মন্ত্রত্যাগ করিলে মৃত্যু হইবে, গুরুত্যাগ করিলে দরিদ্রতা হইবে এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে সাধক রৌরব নরক গমন করিবেন। আজ্ কাল্ অনেকে এই বচনটিকেই গুরুকুল এবং কুলমন্ত্রত্যাগের নিষেধক বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু তান্ত্রিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে সাধক নিজ গুরু এবং মন্ত্র ত্যাগ করিলেই পূর্ব্বোক্ত পাপভাগী হইবেন, কারণ যাহার গ্রহণ নাই তাহার ত্যাগ অসম্ভব। “পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করিবে না” ইহার অর্থ এই যে গুরুকুলে গুরুকরণের উপযুক্ত পাত্র বিদ্যমান

থাকিলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু আশ্রয় করিবে না। অন্যথা, গুরুকুলে শিষ্যের এমন কোন স্বত্ব নাই যে তিনি তাহা ত্যাগ করিবেন না; তবে ত্যাগ করিবেন না এ কথার অর্থ কি? যোগিনীতন্ত্রোক্ত বচনেও কেহ কেহ বলেন "মর্য্যাদা শব্দের অর্থ সম্মান, তাঁহাদিগের পুরুষ পরম্পরাকে গুরুত্বে বরণ না করিলেও পূর্ব্ব পুরুষের গুরু বলিয়া সম্মান করিবে," ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু পৈতৃক গুরুবংশে গুরুকরণের যোগ্য পাত্র না থাকিলেও তাঁহাদিগকে গুরু করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তাহাই বিস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যে গুরুকুলে যদি কেহ বয়ঃকনিষ্ঠও হয়েন এবং তিনি পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেই গুরু করিবে, অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলেই গুরুকুল অবিচার্য্য, তদ্ভিন্ন গুরুকুলের অনুরোধে অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ কতদূর ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান্ গণ পূর্ব্বোক্ত গুরুতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়া লইবেন। বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও পণ্ডিত জ্ঞানক্রমে জ্যেষ্ঠ। জ্ঞানজ্যেষ্ঠতা লইয়াই জ্ঞানরাজ্যে সাধনাশাস্ত্রের বিচার, তাই পণ্ডিত কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠ এবং সেই জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধনই তিনি দীক্ষাদানের অধিকারী, অতএব শিষ্যবর্গ এ স্থানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, যে পাণ্ডিত্যের অনুরোধে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সে পাণ্ডিত্য কোন উপাধিমূলক নহে, বরং সমস্ত উপাধির সমূল নাশক। আজ কাল যাঁহারা সংসারসমাজে পণ্ডিতমূর্ত্তির আদর্শ, সাধনাসমাজে তাঁহাদের অধিকাংশই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত ঘোর অনভিজ্ঞ। তাই গুরুকুলে পণ্ডিত বলিলে বুঝিতে হইবে, যে বিদ্যা লইয়া গুরুর গুরুত্ব, সেই বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়া চাই, স্মৃতির ব্যবস্থা বা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া এ বিদ্যার পরিচয় নহে, অর্থের দাসত্ব এবং শকুন্তবৃত্তির অধ্যবসায় ইহার উদ্দেশ্য নহে। তাই শিষ্যকে দেখিতে হইবে লোকসমাজে তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেও সাধন বিদ্যায় পণ্ডিত কি না? ভারতসমাজের দুর্ভাগ্যক্রমে

গুরুবংশীয় সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ প্রায়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধনসিদ্ধ দৈবতেজও সেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত। এখন প্রায়শঃই সেই সকল বংশে কেবল নির্ব্বাপিত প্রদীপের দুর্গন্ধময় বর্ত্তিকার ন্যায় দুই একটি সংক্রমারী গুরু ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছেন। ইহাঁদের অত্যাচারে উৎপীড়নে সমাজ উৎসাদিতপ্রায়, শিষ্যকুলের অপরাধ এই যে তাঁহাদিগের নিকট ইহাঁরা উপযুক্ত দক্ষিণা পান না, এই উপযুক্ত দক্ষিণার অভাবে এবং শাপান্ত বাপান্তের প্রভাবে ইহাঁরা মনে করিয়াছেন যে, গুরুগিরিও দ্বিতীয় কৌলীন্য, কেননা শাস্ত্রে বলিয়াছেন "কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ"। আমাদেরও বোধ হয় উপযুক্ত দক্ষিণার অভাবেই তাঁহাদের দিন দিন এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত প্রশ্রয় বাড়িয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তাঁহাদের নিজ কর্ম্মতরুর যে সকল বিষময় ফল সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দক্ষিণার আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। এরূপ দক্ষিণা লাভ প্রাকৃতিক নিয়মেই অবশ্যম্ভাবী, তথাপি এ স্থলে আমরা দুই একটা শাস্ত্রীয় কথার উত্থাপন করিব; কারণ এইরূপ প্রচ্ছন্নদস্যু গুরুদল মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আমরা শিষ্য কুলের মৌরসী পাট্টা পাইয়াছি এখন আর কাহার সাধ্য আমাদের সে স্বত্ব লোপ করে? আমরা স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী যাহাই কেন না হই—শিষ্যের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। কেননা "অবিচার্য্যং গুরোঃ কুলং" আমরা বলি—এ পাট্টা লিখিয়া দিল কে? যাঁহার রাজ্য, তিনি পাট্টা দিবেন, তাহা দূরে থাক্—পাছে এইরূপ জাল পাট্টা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় অতিপূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল ব্যবস্থার সাধারণ্যে প্রচার না থাকাতেই এই সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠিয়াছে। গুরু বা শিষ্য যাঁহার ঐরূপ সংস্কার থাকে, তিনিই শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া নিজ কল্যাণ-বিধানে সাবধান হইবেন।

রুদ্রযামলে—

বর্জ্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জ্জিতং।
নিন্দিতং রোগিনং ক্রূরং মহাপাতকিনং গুরুং॥
অষ্টপ্রকারকুষ্ঠে চ গলৎকুষ্ঠিনমেবচ।
শ্বিত্রিনং জনহিংসার্থং সদার্থগ্রাহিনং তথা॥
স্বর্ণবিক্রয়িণং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ব্বরং।
শ্যাবদন্তং কুলাচাররহিতং শান্তিবর্জ্জিতং॥
সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগং।
অসংস্কারপ্রবক্তারং স্ত্রীজিতং চাধিকাঙ্গকং॥
কপটাত্মানমেবঞ্চ বিনষ্টং বহুজল্পকং।
বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদিনমেবচ॥
অশান্তং ভাবহীনঞ্চ পঞ্চাচারবিবর্জ্জিতং।
দোষজালৈঃ পূরিতাঙ্গং পূজয়েন্ন গুরুং বিনা॥

ব্রহ্মানন্দরহিত, রূপবর্জ্জিত, নিন্দিত, রোগী, ক্রূর ও মহাপাতকী এতাদৃশ গুরুকে বর্জ্জন করিবে। অষ্ট প্রকার কুষ্ঠমধ্যে গলৎকুষ্ঠবিশিষ্ট এবং শ্বিত্রী, লোকহিংসক, সর্ব্বদা অর্থগ্রাহী, স্বর্ণবিক্রয়ী, চৌর, নির্ব্বুদ্ধি, অত্যন্ত খর্ব্ব, শ্যাবদন্ত (সম্মুখস্থিত দন্তদ্বয়ের মধ্যে যাঁহার ক্ষুদ্র দন্ত আছে) কুলাচাররহিত, শান্তিবর্জ্জিত, কলঙ্কবিশিষ্ট নেত্র-রোগপীড়িত, পরদারগামী, অশুদ্ধভাষী, স্ত্রৈন, অধিকাঙ্গ (অতিরিক্ত নখাদি বিশিষ্ট) কপটাত্মা, বিনষ্ট (ধর্ম্ম ভ্রষ্ট) বহুজল্পক, বহ্বাশী, কৃপণ, মিথ্যাবাদী, অশান্ত, ভাবহীন (ভক্তিহীন) পঞ্চাচারবিরহিত এবং বহুদোষযুক্ত গুরুব্যতিরিক্ত এতাদৃশ ব্যক্তিকে পূজা করিবে না, অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের পর গুরু যদি এই সকল দোষযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া পূজা করিবে, কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে না।

কল্পচিন্তামণৌ –

ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
কর্ণাহ্মঃ কুসুমাক্ষশ্চঃ খল্বাটঃ খঞ্জরীটকঃ॥
অঙ্গহীনোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পূতিনাসিকঃ।
বৃদ্ধাণ্ডো বামনঃ কুব্জঃ শ্বিত্রীচৈব নপুংসকঃ॥
ইত্যাদ্যৈর্দ্দেহজৈর্দ্দোষৈঃ সংযুক্তো নিন্দিতো গুরুঃ।
সংস্কাররহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাষঃ সুকুৎসিতঃ।
পুরযাজনজীবীচ নরো বৈদ্যশ্চ কামুকঃ॥
ক্রূরো দম্ভী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খলঃ।
কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো মহাপাতকচিহ্নিতঃ॥
দেবাগ্নিগুরুবিদ্যাদি পূজাবিধিপরাঙ্মুখঃ।
সন্ধ্যাতর্পন পূজাদি মন্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥
আলস্যোপহতো ভোগী ধর্ম্মহীন উপশ্রুতঃ।
ইত্যাদ্যৈবহুভির্দ্দোষৈরাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ॥
বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈ দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু।

ক্ষয়রোগী দুশ্চর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্ত কর্ণান্ধ (বধির) কুসুমাক্ষ [রাত্র্যন্ধ বা অস্পষ্টদৃষ্টি] খল্বাট (কেশহীন) খঞ্জরীট [খঞ্জ] অঙ্গহীন অতিরিক্তাঙ্গ পিঙ্গাক্ষ পূতিনাসক [যাঁহার নাসিকা নিয়ত দুর্গন্ধময়] বৃদ্ধাণ্ড বামন কুব্জ শ্বিত্রী নপুংসক [ধার্থবীর্য্যং] ইত্যাদি দেহজ দোষরাশিসংযুক্ত হইলে গুরু নিন্দিত হইবেন। দেহজ দোষের উল্লেখ করিয়া আবার কর্ম্মজ দোষের নির্দ্দেশ করিতেছেন—বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুপ্ত ক্রিয়াহীন শুষ্কভাষী লোকনিন্দিত গ্রামযাজনজীবী বৈদ্যব্যবসায়ী কামুক ক্রূর দাম্ভিক মৎসরী ব্যসনাসক্ত কৃপণ খল কুসঙ্গী নাস্তিক ভীত মহাপাতকচিহ্নিত, দেবতা অগ্নি গুরু এবং মহাবিদ্যা প্রভৃতির উপাসনাপরাঙ্মুখ, সন্ধ্যা তর্পণ এবং পূজাদির মন্ত্রজ্ঞান-

বিবর্জ্জিত, আলস্যোপহত ভোগাসক্ত ধর্ম্মহীন এবং উপশ্রুত ইত্যাদি বহুদোষ এবং এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত দোষ আগমে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দোষযুক্ত হইলে প্রাজ্ঞগণ দীক্ষা গ্রহণ এবং দেবতা স্থাপনাদি কার্য্যে তাদৃশ গুরুকে যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবেন।

কামাখ্যাতন্ত্রে—

জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং।
অতো যো জ্ঞানদানেহি নক্ষমস্তং ত্যজেদ্‌গুরুং ॥
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সন্ত্যজতি প্রিয়ে ॥ ১ ॥
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এবহি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ ॥ ২ ॥
জ্ঞানাদ্ধর্ম্মো ভবেন্নিত্যং জ্ঞানাদর্থোহি পার্ব্বতি।
জ্ঞানাৎ কামমবাপ্নোতি জ্ঞানান্মোক্ষোহি নির্ম্মলঃ ॥ ৩ ॥
জ্ঞানং হি পরমং বস্তু জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।
জ্ঞানায় ভজতে দেবং জ্ঞানং হি তপসঃ ফলম্ ॥ ৪ ॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দ্দেবি! শিষ্যহৃত্তাপহারকঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥
ইতি মত্বা সাধকেন্দ্রো গুরুতাং কল্পয়েৎ সদা।
জ্ঞানিনোব শিষ্যভক্ত্যা কেবলং নিশ্চিতং শিবে ॥ ৭ ॥
শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥
সিদ্ধোহসাবিতিচেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দেবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে! ॥ ৯ ॥

অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং বক্তি সাধু মনোহরং।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং বক্তি যএব সদ্গুরুশ্চ সঃ ॥ ১০ ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ ॥ ১১ ॥
পরমার্থে সদাদৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতং।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তি র্যস্যৈব সদ্গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
ইত্যাদিগুণসম্পত্তিং দৃষ্ট্বা দেবি! গুরুং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বাক্ষমং গুরুং শিষ্যো নাত্র কালবিচারণা ॥ ১৩ ॥
কেবলং শিষ্যসম্পত্তিগ্রাহকো বহুমারকঃ।
ব্যঙ্গিতশ্চ সমক্ষে যো লোকৈর্নিন্দ্যো গুরুর্মতঃ ॥ ১৪ ॥
কায়েন মনসা বাচা শিষ্যং ভক্তিযুতং যদি।
দৃষ্ট্বানুমোদনং নাস্তি তস্য তত্ত্বস্তকামতঃ ॥
কর্ম্মণা গর্হিতেনৈব হন্তি শিষ্যধনাদিকং।
শিষ্যাহিতৈষিণং লোভাদ্ বর্জ্জয়েৎ তং নরাধমম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞান হইতেই জীব মোক্ষ লাভ করে, জ্ঞানই পরাৎপর অতএব সেই জ্ঞানদানে যিনি সক্ষম নহেন, তাদৃশ গুরুকে ত্যাগ করিবে, অন্নাকাঙ্ক্ষী ক্ষুধার্ত্ত যেমন নিরন্ন গৃহস্থকে ত্যাগ করে ॥১॥ যাঁহাতে জ্ঞানত্রয় [বীর দিব্য কৌল, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, গুরু মন্ত্র দেবতা, ইত্যাদি জ্ঞান] দেদীপ্যমান, সেই গুরু সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ জ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন হইবে ॥ ২ ॥ জ্ঞান হইতে নিয়ত ধর্ম্ম, জ্ঞান হইতে অর্থ, জ্ঞান হইতে কাম এবং জ্ঞান হইতে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥ জ্ঞানই পরম বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা সারতর আর কিছুই নাই, জ্ঞানের নিমিত্তই জীব দেবতার উপাসনা করে, জ্ঞানই তপস্যার চরমফল ॥ ৪ ॥ মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও তদ্রূপ গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরের শরণাগত হইবেন ॥ ৫ ॥ শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু অনেক আছেন, কিন্তু দেবি! শিষ্যের

দুঃখাপহারক সদ্‌গুরুই দুর্লভ ॥ ৬ ॥ জ্ঞানময় অঞ্জনশলাকার দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবের চক্ষু যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম, ইহাই মনে করিয়া অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত গুরুর দায়িত্ব অবগত হইয়া সাধকেন্দ্র, জ্ঞানিপুরুষেই গুরুত্ব কল্পনা করিবেন, শিবে ! অতঃপর কেবল শিষ্যের ভক্তিপ্রভাবেই নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে ॥ ৭ ॥ যিনি শান্ত দান্ত কুলীন সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ এবং পঞ্চতত্ত্বের উপাসক তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ৮ ॥ " ইনি সিদ্ধ পুরুষ " এই রূপে যিনি বিখ্যাত, বহু উপায় দ্বারা শিষ্যবর্গের প্রতিপালক এবং দৈবশক্তি প্রভাবে চমৎকারকারী তিনি সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত ॥ ৯ ॥ যিনি বিশুদ্ধ এবং মনোহর রূপে অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অভিমত বাক্য প্রয়োগ করেন, তন্ত্র এবং মন্ত্র উভয়কে যিনি তুল্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ১০ ॥ যিনি সর্ব্বদা শিষ্যের জ্ঞান প্রদান দ্বারা হিত সাধনে ব্যাকুল এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ১১ ॥ পরমার্থে যাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি, পরমার্থকীর্ত্তনে যিনি নিয়ত তৎপর এবং গুরুচরণাম্বুজে যাঁহার একান্তভক্তি, তিনিই সদ্‌গুরু ॥১২॥ দেবি ! ইত্যাদি গুণসম্পত্তি বিশিষ্ট গুরুকে লাভ করিলে শিষ্য অক্ষম গুরুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরণাগত হইবে তাহাতে কালবিচারেরও অপেক্ষা নাই ॥১৩॥ কেবল শিষ্যের সম্পত্তিগ্রাহী বহুসারক [দীক্ষাচ্ছলে বহুশিষ্যের ধনাদি অপহারক] এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোকে যাহাকে ব্যঙ্গ করে, তাদৃশ গুরু নিন্দনীয় ॥ ১৪ ॥ কায়মনোবাক্যে ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে দেখিয়াও তাহার কোন বস্তুতে কামনাবশতঃ যদি তাহাকে অনুমোদন না করে এবং গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি শিষ্যের ধনাদি নষ্ট করে, তাহা হইলে লোভ বশতঃ শিষ্যের অহিতাকাঙ্ক্ষী তাদৃশ নরাধমকে ত্যাগ করিবে ॥ ১৫ ॥ সাধকবর্গ এক্ষণে দেখিয়া লইবেন, গুরুকুল যদি অবিচার্য্য হয়, তবে এ সকল বিচার কিসের জন্য ? সকল বচনেই বলিতেছেন " এতাদৃশ গুরুকে বর্জন করিবে " কিছু না কিছু গুরুত্ব

যাঁহার না আছে. তাঁহাকে বর্জন বা ত্যাগ অসম্ভব; সে গুরুত্ব আর কিছুই নহে, পূর্ব্বপুরুষের গুরুকুলে জন্মিয়াছেন, এ জন্য কুলগুরুত্ব, যথাশাস্ত্র গুণসম্পন্ন হইলে অন্য গুরুকে আশ্রয় না করিয়া তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবে, অন্যথা পরিত্যাগ করিবে, এই পর্য্যন্তই শাস্ত্রার্থ। বিচারক নিজে রাজা না হইলেও নিজগুণে রাজার প্রতিনিধি এবং সেই রাজশক্তিপ্রভাবেই তাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় এবং তিনি সাধারণের পূজ্য. ইহাই রাজনীতির অনুশাসন। এই অনুশাসনবলেই তিনি রাজ্যের শাসক এবং রাজ্য তাঁহার শিষ্য, তিনি রাজার নিয়োগ পালন করেন বলিয়াই সকলে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে এবং রাজভাণ্ডারে প্রদেয় নিজ নিজ রাজকর বিশ্বস্তহৃদয়ে তাঁহার করে সমর্পণ করে, কিন্তু তিনি যদি আত্মম্ভরি বা স্বার্থপর হইয়া সেই রাজস্ব আত্মসাৎ করেন বা রাজনীতিকে পদদলিত করিয়া নিরপরাধ প্রজার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সে রাজ্য যেমন তাঁহার উৎপীড়নে অচিরাৎ উৎসন্ন যাইবার কথা, গুরুর অত্যাচারেও শিষ্য সম্প্রদায়ের তদ্রূপ উৎসন্ন যাইবার কথা। রাজনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারক রাজনীতির বিচারক, কিন্তু ধর্ম্মনীতির উপরে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেই সমগ্র সাম্রাজ্যমণ্ডল যেমন এক হুহুঙ্কারে প্রতিধ্বনি দিয়া বিদ্রোহের জ্বলন্ত অনলে অনন্ত আহুতি দিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ গুরু কেবল ধর্ম্মনীতির বিচারক, তিনি সংসার-নীতির কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেই শিষ্যবর্গের বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইবার কথা, হইয়াছেও তাহাই, কিন্তু শুভসংবাদ এই যে ত্রৈলোক্যরাজরাজেশ্বরী এ বিচারকনির্ব্বাচনের ভার দিয়াছেন প্রজা-পুঞ্জের হস্তে। এখন প্রজা যদি দস্যুকে বিচারক নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে সম্রাজ্ঞীর কোন দোষ নাই। একে ত দস্যুর অত্যাচারে ইহপরলোকের সারসর্ব্বস্ব সম্পত্তি পরমার্থ হারাইতে হইবে, তার পর রাজকর রাজার ভাণ্ডারে পৌঁছিবে না। পরমেশ্বরীর উদ্দেশে পরমগুরু বলিয়া যাঁহার